NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ১৫ মার্চ ২০২৬ ৩০ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.03.2026, Vol.19, Issue No. 272, 8 Pages, Price 3.00

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

পশ্চিমবঙ্গে সুনিশ্চিত কৃষক কল্যাণ

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির আওতায় প্রায় **১৩,০০০ কোটি টাকার** আয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে **৫৪ লক্ষ** কৃষক উপকৃত হয়েছেন

কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে **২৮০০ কোটিরও বেশি টাকা** প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষিজ পণ্য সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে

মৎসজীবিদের জীবিকা সহায়তার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় **৫৪০ কোটি টাকারও বেশি** বিনিয়োগ করা হয়েছে

কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় **৫৮০ কোটি টাকার** ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ফলে **৮৮ হাজারেরও বেশি** পশুপালক ও মৎস্য চাষি উপকৃত হয়েছেন

পার ড্রপ মোর ক্রপ উদ্যোগের আওতায় **১.২৫ লক্ষ** হেক্টর জমিকে মাইক্রো সেচ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

১ কোটিরও বেশি সয়েল হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত হয়েছে

প্রায় **৩৮০টি** কৃষক উৎপাদক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য **২.৩৫** গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সরাসরি **৪০ লক্ষ** কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করছে এবং রাজ্যের উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 01101/13/0037/2526

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Anita (Chandra Kantsanadi) D/o. Chandra Kant Sanadi গত ইং ২৫/০২/২০২১ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Ayat Jigar Mohammad নামে পরিচিত হইয়াছি। ১২/০৩/২০২৬ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগালী, চুঁচুড়া কোর্টে ৪১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ayat Jigar Mohammad ও Anita (Chandra Kantsanadi) D/o. Chandra Kant Sanadi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Paramjeet Singh (old name) S/o. Karam Singh, R/o. B.T.P.S. Township Qtr. No. F-5/9, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Paramjeet Singh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Paramjit Singh (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Paramjit Singh & Paramjeet Singh S/o. Karam Singh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Tofajjel Mondal (old name) S/o. Jahaur Ali Mondal, R/o. Bharatpur, Talandu, Mogra, Hooghly-712148, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Tofajjel Mondal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Tofazzel Jahaur Ali Mondal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Tofazzel Jahaur Ali Mondal & Sk Tofajjel Mondal S/o. Jahaur Ali Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ১০/০৭/১৯৮১.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

নাম-পদবী

I Rekha Kar Dey W/O Chayan Kar Dey resident of Mohar, Sabang, Dist.-Paschim Medinipur, W.B, pin 721167, 1st class Judical Magistrate, Paschim Medinipur, affidavit no. 7188 dt.13.03.2026 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার নাম Rekha Dey ভুলবশতঃ আমার নাবালিকা মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত হইয়াছে। আমার আধার ও ভোটার কার্ড অনুযায়ী আমার আসল নাম Rekha Kar Dey এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

I Sulagna Das D/O Sandip Kumar Das age 18 resident of Gundut, P.O.- Perua, Sabang, Dist.- Paschim Medinipur, W.B, Pin-721155, 1st class Judical Magistrate, Paschim Medinipur, affidavit no. 7196 dt.13.03.2026 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার বাবার নাম Sandip Das ভুলবশতঃ আমার মাধ্যমিকের এ্যাডমিট কার্ড ও সার্টিফিকেটে নথিভুক্ত হইয়াছে। আমার আধার ও জন্ম সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বাবার আসল নাম Sandip Kumar Das এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইয়াছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই মার্চ। ৩০শে ফাল্গুন। রবিবার। একাদশী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ব্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

(শ্রী শ্রী মা কমলাদেবীর, শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত।
শ্রী শ্রী শীতলা মাতার পূজা ও মেলা।)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ তাজেমউদ্দিন** পিতা সেখ সিরাজ উদ্দিন, সাকিম নিয়াল নওপাড়া, বল্লালদিঘী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয় বিগত ইং ৩১/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00477/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদেরকে **(১)শ্রী জগদীশ চন্দ্র দে** পিতা ৺মনোরঞ্জন দে, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ও **২)শ্রী অজয় আহির** পিতা সূর্য্যরাম আহির, সাকিম বাঁটিকা বৈঁচী, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বাঁটিকা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৭৯২ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ১৯৪২ তথা হাল এল.আর. ২০৫৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১৮ শতকের মধ্যে ০.৫৪২৭ অংশে ৬৫ শতক তন্মধ্যে ৭.১৫ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02183/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী অঞ্জলী হালদার, পিতা বিমল হালদার, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অঞ্জলী হালদার**, পিতা বিমল হালদার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - ১)শ্রী জগদীশ চন্দ্র দে, ২)শ্রী অজয় আহির (আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সৌরভ দে** এবং **২)সুবর্ণা দে** উভয়ের পিতা ৺নারায়ন মনোরঞ্জন দে, উভয়ের সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০১/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00131/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(কেয়া দে** স্বামী ৺নারায়ান মনোরঞ্জন দে, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩২১/১ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৯২৪৩ তথা হাল এল.আর. ৯৩৬৭ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩৯ শতকের মধ্যে ০.০৩৮৫ অংশে ১.৬৮ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02728/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জগদীশ চন্দ্র দে মনোরঞ্জন দে**, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **জগদীশ চন্দ্র দে মনোরঞ্জন দে**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **কেয়া দে (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **জেসমিন বানু** স্বামী সেখ সামাদ রহমান, সাকিম পুরুষোত্তমপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়া বিগত ইং ১০/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02737/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে **(মহাম্মদ ইব্রাহিম** পিতা মহাম্মদ আইনুল, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৩০০ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৫৭ নং দাগে, শালি বর্তমানে ভিটি যোগ্য জমি ষোল আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ২.০১ কাঠা বা ৩.৩১ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ১২/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05597/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাহিন পারভীন** স্বামী মহঃ নাসিম, সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সাহিন পারভীন** স্বামী মহঃ নাসিম, তাহার উক্ত খরিদা সম্পিত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি -**মহাম্মদ ইব্রাহিম (আমমোক্তার)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘মানুষ পরিবর্তন চায়, আর সেই পরিবর্তনের সূচনা এখান থেকেই হবে’

ব্রিগেড থেকে পালাবদলের সুর তুললেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঐতিহাসিক ব্রিগেড ময়দান থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবারের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সরাসরি রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করে দাবি করেন, বাংলার মানুষ আর বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতে রাজি নন। সমাবেশে বক্তব্যের শুরুতেই বিপুল জনসমাগমের দিকে ইঙ্গিত করে শুভেন্দু বলেন, এই মাঠে আজ যে মানুষের ঢল নেমেছে, তা বাংলার মনের কথা বলছে। মানুষ পরিবর্তন চায়, আর সেই পরিবর্তনের সূচনা এখান থেকেই হবে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র সমালোচনা শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নয়ন দু'দিকেই রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলার মানুষ দুর্নীতি আর অরাজকতায় ক্লান্ত। তাঁরা উন্নয়নমুখী সরকার চায়, যেখানে স্বচ্ছতা থাকবে এবং মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। সভামঞ্চ থেকে তিনি দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশ্যেও বার্তা দেন। শুভেন্দু বলেন, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর, সব জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। বাংলার ভবিষ্যৎ গড়তে এই লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে। ব্রিগেডের এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিজেপি সমর্থকদের ঢল নামে কলকাতায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই সভা কার্যত রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দিল। বক্তব্যে শুভেন্দু বিজেপির রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, বিজেপির একটাই স্লোগান, সবার আগে দেশ। দল এবং প্রধানমন্ত্রী আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা গত পাঁচ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। একই সঙ্গে তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেন, এই সভা থেকে পরিবর্তনের সংকল্প নিতে হবে আমাদের। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর বক্তব্য, আমাদের মনের কথা হল চোরমুক্ত বাংলা চাই, জেহাদি, মৌলবাদী, জঙ্গিমুক্ত বাংলা চাই। বাংলার অতীত ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, একসময় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে দেশের শীর্ষে ছিল বাংলা। সেই হারানো গৌরব ফেরাবে বিজেপি। এরপরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, গ্যারান্টারের নাম নরেন্দ্র মোদী। এবার রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার হবেই। ব্রিগেডের এই সভা থেকেই আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়ের বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন বিরোধী দলনেতা।

আমাদের সংকল্প স্পষ্ট, রাজ্যে পরিবর্তন আনতেই হবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলকে নিশানা করে শনিবার ব্রিগেডের মাঠ থেকে রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ব্রিগেড সমাবেশের প্রেক্ষাপটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, দীর্ঘদিন ধরে বাধা ও আক্রমণের মুখোমুখি হয়েই বিজেপির সংগঠন এগিয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সালের পর থেকে তিনশোরও বেশি বিজেপি কর্মীর রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে আমরা আজ ব্রিগেডে পৌঁছেছি। আমাদের পথ কখনওই সহজ ছিল না। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, রাজনৈতিক সংগ্রাম থামবে না। তাঁর কথায়, কিন্তু আমাদের সংকল্প স্পষ্ট; এই রাজ্যে পরিবর্তন আনতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের প্রসঙ্গ তুলে শমীক বলেন, কোভিডের কঠিন সময়ে ১২০টি দেশকে সাহায্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের ৮০ কোটি মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা দিয়েছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষমতাও রাখেন। বাম রাজনীতিকদের দিকেও কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, একসময় বামেরা ব্রিগেডে সমাবেশ করত, এখন আবার অন্য জায়গায় যাওয়ার ডাক দিচ্ছে। এই রাজনীতি চলতে পারে না। একই সঙ্গে সীমান্ত ও নাগরিকত্ব প্রসঙ্গেও তৃণমূল সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর মন্তব্য, বাংলা কোনও ধর্মশালা নয়। যাঁরা দেশের নাগরিক নয়, তাঁদের এখানে থাকার অধিকার নেই। তৃণমূলের নীতির কারণেই আজ দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও বড় সংকটে পড়েছে।

অন্যদিকে, ব্রিগেডের সভার দিনে গিরিশ পার্ক সহ রাজ্যের একাধিক স্থানে ব্রিগেডমুখী বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার প্রেক্ষিতে শনিবার তৃণমূলকে তীব্র মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। এই হামলা ইস্যুতে রাজ্য প্রশাসন ও বিরোধী রাজনীতিকে ঘিরে একাধিক বক্তব্য রাখেন তিনি। শমীকের কথায়, যতই কর হামলা, বিজেপি জিতবে বাংলা। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক লড়াইয়ে ভয় দেখিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর মন্তব্য, সত্যিটা হল, পুলিশ বলে কিছু নেই, যেটা আছে তা তৃণমূল। তাই তাঁরা হামলা করবে, তারপর বলবে কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত আমাদের সবার ক্ষেত্রেই এটাই ঘটবে। শনিবারে গিরিশ পার্কের ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী শশী পাঁজাকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, ভাগ্যিস বিজেপি কর্মীরা ড্রোন হামলা করেছিল, এটা বলেননি।

‘পুলিশ নিরপেক্ষ থাকলে ৩০ সেকেন্ডেই তৃণমূলের খেলা শেষ’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শনিবার বিজেপির জনসভায় মঞ্চে উঠে তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন অভিনেতা ও বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ভিড়ে ঠাসা ব্রিগেডের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিবেশ সবই উঠে আসে। বক্তৃতার শুরুতেই মিঠুন দাবি করেন, রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। তাঁর কথায়, পুলিশ যদি সত্যিই নিরপেক্ষভাবে কাজ করে, তা হলে মাত্র তিরিশ সেকেন্ডেই তৃণমূলের খেলা শেষ হয়ে যাবে। এই মন্তব্যে সভামঞ্চে উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যে তীব্র সাড়া পড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে কটাক্ষও করেন তিনি। মিঠুন বলেন, তআমি অনেক মুখ্যমন্ত্রী দেখেছি, কিন্তু এত মিথ্যা কথা বলা মুখ্যমন্ত্রী আর দেখিনি। যা বলি সরাসরি বলি, বাতেলা দিই না। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে উন্নয়নের বদলে সমাজের ভিত দুর্বল হয়েছে। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও পেশাগত গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যেও বার্তা দেন তিনি। বিশেষ করে আদিবাসী ও কৃষকদের প্রসঙ্গ তুলে মিঠুন বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে আপনাদের কষ্টের দিন শেষ হবে;আমি কথা দিচ্ছি। বক্তৃতার শেষ দিকে নিজের জনপ্রিয় সংলাপও শোনান তিনি। যদিও তা বলার পর হাসতে হাসতেই যোগ করেন, এগুলো একটু মনোরঞ্জনের জন্য বললাম, আসল কথা তো আপনারাই বুঝে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেড সভার মঞ্চ থেকে মিঠুনের এই আক্রমণাত্মক বক্তৃতা রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের ভাষণ আগামী দিনে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

ব্রিগেডের ভিড় দেখে পরিবর্তনের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেড সমাবেশকে ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই কলকাতামুখী বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন জেলা থেকে বাস, ছোট গাড়ি ও লরিতে করে দল বেঁধে কর্মীরা সভাস্থলের দিকে রওনা দিয়েছিলেন। সেই পথেই শোনা গেল রাজনৈতিক কটাক্ষে ভরা মন্তব্যও।

ব্রিগেডের উদ্দেশে যাওয়ার পথে এক বিজেপি কর্মী দাবি করেন, জনসমাগমের পরিমাণই নাকি আসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর কথায়, আজ ব্রিগেডে যে ঢল নেমেছে তা দেখে অনেকেরই চিন্তা বেড়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। এত মানুষের উপস্থিতি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে পরিবর্তন অনিবার্য। তিনি আরও অভিযোগ তোলেন, পথে তাঁদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। ওই কর্মীর বক্তব্য, আমাদের বাস লক্ষ্য করে হামলা করা হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। বহু কর্মী আহত হয়েছেন। তবু আমরা থামিনি। প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে সবাই এগিয়ে যাচ্ছি। ব্রিগেডের সভাকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপি সমর্থকদের কলকাতায় আসা ঘিরে রাজনৈতিক আবহ ক্রমশ তপ্ত হয়ে ওঠে। দলীয় কর্মীদের দাবি, এই বিপুল সমাগমই আগামী নির্বাচনের আগে জনমতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যদিও এই অভিযোগ ও মন্তব্য নিয়ে শাসকদলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে ব্রিগেডকে ঘিরে এই ধরনের বক্তব্য ও পাল্টা প্রতিক্রিয়া রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়াচ্ছে।

একজন মহিলা মন্ত্রীর বাড়ির ওপর হামলা হয়েছে, এটি স্পষ্ট নারী বিদ্বেষ: শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্রিগেডের দিনেই গিরিশ পার্কে সংঘর্ষের জেরে নিজের বাড়িতে হামলার অভিযোগে সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সমাবেশের দিনেই উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক এলাকা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বচসা দ্রুতই সংঘর্ষের রূপ নেয়। দফায় দফায় ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ির জেরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এলাকায় কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা অভিযোগ করেন, তাঁর বাড়িকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, বাইরে থেকে আসা একদল ব্যক্তি আচমকাই আক্রমণ শুরু করে। শশী পাঁজার কথায়, আমরা ফ্লেক্স লাগাচ্ছিলাম। হঠাৎ বাস থেকে নেমে কিছু লোক ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলে এবং মারধর শুরু করে। আমার পেটে সরাসরি ইট ছুড়ে মারা হয়েছে। আমার সহকর্মীদেরও মারধর করা হয়েছে। বাস থেকে বোমা, বোতল, ইট-পাথর ছোড়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই ওরা এসেছিল। আমি এফআইআর করছি। সব ঘটনার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। আমরা কাপুরুষ নই। প্রধানমন্ত্রী বলছেন সব হিসাব নেওয়া হবে, অথচ বাংলাকেই রক্তাক্ত করা হচ্ছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, একজন মহিলা মন্ত্রীর বাড়ির ওপর হামলা হয়েছে, এটি স্পষ্ট নারী বিদ্বেষ।

একই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু বিজেপির প্রচারে ব্যস্ত থাকেন। দুর্নীতি নিয়ে আমাদের জ্ঞান দেওয়ার আগে নিজেদের দিকেও তাকানো উচিত। অন্যদিকে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যদি ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ি হয়ে থাকে, তা হলে সবাই আহত হওয়ার কথা। এতদিন আমরা একতরফা মার খেয়েছি, আজ প্রতিরোধ করেছি। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, এতক্ষণ ধরে সংঘর্ষ চলল, পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী কোথায় ছিল?

কলকাতা উত্তরে নতুন জেলা নির্বাচন আধিকারিক, কমিশনের বিজ্ঞপ্তি

নিজসব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ বদল আনল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলকাতা উত্তরে জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার।

১৩ মার্চ প্রকাশিত এই নির্দেশে বলা হয়েছে, জন প্রতিনিধি আইন ১৯৫০-এর ধারা ১৩এএ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর ফলে ২০২৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর জারি হওয়া আগের নির্দেশিকায় আংশিক সংশোধন করা হয়েছে। কমিশনের তরফে প্রকাশিত সংশোধিত তালিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কলকাতা উত্তর জেলার ক্ষেত্রে জেলা নির্বাচন আধিকারিক হিসেবে কলকাতা পুরসভার পুর কমিশনার দায়িত্ব পালন করবেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় রাজপত্রের বিশেষ সংখ্যায় তা প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের গেজেটের বিশেষ সংখ্যাতেও দ্রুত পুনঃপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সংশোধন আনা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশাসনিক সমন্বয় আরও কার্যকর করতেই এই পদক্ষেপ। কমিশনের সচিব সুজিত কুমার মিশ্রের স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, সংশোধিত নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

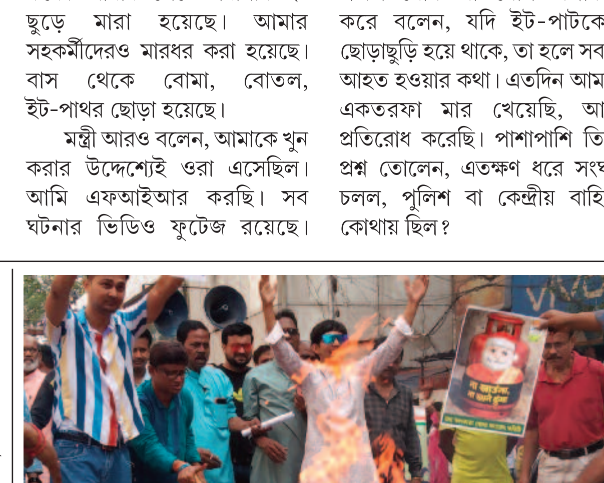

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি-সহ জোগানে ঘাটতির বিরোধিতায় কংগ্রেস সমর্থকরা। ছবি: অদিতি সাহা

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ সোনম ওয়াংচুককে মুক্তির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে আজ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক ডিএমকের ৭

কলকাতা ১৫ মার্চ ২০২৬ ৩০ ফাল্গুন ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.03.2026, Vol.19, Issue No. 272, 8 Pages, Price 3.00

এবার আর কেউ তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না: মোদী

ব্রিগেড ময়দানে রজনীগন্ধার মালা দিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে সংবর্ধনা বিজেপি নেতৃত্বের।

‘বাংলার আত্মাকে’ রক্ষার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২১ সালে ‘২০০ পারের’ আহ্বানে সাড়া মেলেনি। ঠিক পাঁচ বছর পর আর এক নির্বাচনের আগে ব্রিগেডের মাটিতে দাঁড়িয়ে ‘বাংলার আত্মাকে বাঁচাতে’ পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন। এই আবহে কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। শনিবার কানায় কানায় পূর্ণ ব্রিগেড ময়দানে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারকে ‘নির্মম সরকার’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বাংলার বর্তমান পরিস্থিতিকে ‘মহা জঙ্গলরাজ’-এর সঙ্গে তুলনা করে প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এবার বাংলায় পরিবর্তনের কথা দেওয়ালে লেখা হয়ে গিয়েছে।

এ দিনের সভায় মোদীর নিশানায় ছিল মূলত রাজ্যের দুর্নীতি, নারী নিরাপত্তা, তোষণ নীতি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারের অনীহা। কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রাখার অভিযোগ।

কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জনসমাবেশ থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাষণের শুরুতেই বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে

তিনি বলেন, এবাংলা যতবার চেয়েছে ততবারই ইতিহাস বদলেছে।’ এরপরই রবীন্দ্রনাথের পংক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য, ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা।’

ভোট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, ‘এই ভোট শুধু সরকার বদলানোর ভোট নয়, এবারকার ভোট গোটা দেশের সুরক্ষার ভোট, দেশ বাঁচানোর ভোট, বাংলা বাঁচানোর ভোট।’ তৃণমূলকে আক্রমণ করে তাঁর অভিযোগ, ‘বাংলার মা নিঃস্ব, মাটি লুণ্ঠিত, মানুষ চলে যাচ্ছে, এ বার কেউ তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না!’

রাজ্যের জনবিন্যাস ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন তিনি। মোদীর বক্তব্য, ‘কোটি কোটি বাঙালিকে শেষ করার চেষ্টা চলছে... বাংলার জনবিন্যাসই বদলে গিয়েছে, বাঙালি হিন্দুদের এখানে সংখ্যালঘু করে দেওয়া হচ্ছে। ওরা হিন্দুদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে না। তাই বাংলাকে অসুরক্ষিত বানিয়ে ফেলেছে।’

অনুপ্রবেশ ও তোষণ নীতি নিয়ে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মোদী। তিনি বলেন, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে বাংলার ‘ডেমোগ্রাফি’ বা জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। সিএএ বিরোধিতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘এরা হিন্দুদের নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মনে করে না, তাই উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করে।’

রাষ্ট্রপতির অসম্মানে রাজ্যকে তুলোধোনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভা থেকে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ঘিরে রাজ্য সরকারের আচরণ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদিবাসী সমাজের কন্যা এবং দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মু সম্প্রতি বাংলায় একটি সাঁওতাল আদিবাসী ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের প্রতি রাজ্য সরকারের আচরণ ছিল অসম্মানজনক বলেই অভিযোগ তাঁর।

মোদীর দাবি, রাজ্য সরকার শুধু অনুষ্ঠানটি বয়কটই করেনি, বরং আয়োজনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়নি। তাঁর বক্তব্য, একজন আদিবাসী নারী দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থাকার বিষয়টি তৃণমূল নেতৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতির প্রতি এই আচরণ শুধু একজন ব্যক্তির অপমান নয়, বরং কোটি কোটি আদিবাসী এবং দেশের নারীদের সম্মানের ওপর আঘাত। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, এর মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ এবং সংবিধানের মর্যাদাকেও অসম্মান করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার মানুষ এই ঘটনার জবাব গণতান্ত্রিক উপায়ে দেবে। তাঁর বক্তব্য, বাংলার মানুষ এই ধরনের আচরণ মেনে নেবে না এবং সময় এলে তার জবাব দেবে।

বক্তব্যের শেষে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলার মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত এবং রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে। তাঁর কথায়, মানুষের এই মনোভাবই আগামী দিনে বাংলার রাজনীতির দিক নির্ধারণ করবে।

রাজ্য প্রশাসনে আরও রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য প্রশাসনে শীর্ষ স্তরে আরও একদফা রদবদল করল নবান্ন। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়াকে বদলি করে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ)-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে আনা হয়েছে। অন্যদিকে কেএমডিএ-র সিইও সুরেন্দ্র কুমার মিনাকে মুর্শিদাবাদের নতুন জেলাশাসক করা হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্রকে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে নিয়ে আসা হয়েছে। বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিবেক ভাসমে দত্তাত্রেয়কে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সিইও করা হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসকের দায়িত্বও তিনি সামলাবেন।

এছাড়া শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সিইও তথা দার্জিলিংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্চনা পন্ধারীনাথ ওয়াংখেড়েকে নদিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক করা হয়েছে। অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের মিরিকের এসডিও তেনজিন ওগেনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের যুগ্ম সচিব পদে আনা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক কাজ আরও গতিশীল করতেই এই বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৮ হাজার কোটির প্রকল্পে উন্নয়নের রূপরেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে প্রায় ১৮,৬৮০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবারের এই কর্মসূচিকে পূর্ব ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের নতুন অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, জাহাজ ও জলপথ পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রী জানান, সড়ক, রেল এবং বন্দর-এই তিন ক্ষেত্রেই বড় পরিকাঠামো প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪২০ কিলোমিটার দীর্ঘ একাধিক জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে, যার মোট ব্যয় প্রায় ১৬,৯৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের এনএইচ ১৯ এবং পশ্চিমবঙ্গের এনএইচ১১৪-এর বিভিন্ন অংশ রয়েছে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে সড়ক নিরাপত্তা বাড়বে, যাতায়াতের সময় কমবে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর।

এই অনুষ্ঠানে খড়গপুর, মোরেগ্রাম অর্থনৈতিক করিডরের ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেন প্রকল্পের পাঁচটি প্যাকেজের শিলান্যাসও করেন প্রধানমন্ত্রী। এই করিডর পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়ে যাবে। প্রকল্পটি চালু হলে খড়গপুর থেকে মোরেগ্রাম পর্যন্ত যাতায়াতের দূরত্ব প্রায় ১২০ কিলোমিটার কমবে এবং সময় বাঁচবে সাত থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত। পাশাপাশি এই করিডর এনএইচ১৬, এনএইচ১৯, এনএইচ১৪ এবং এনএইচ১২-সহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

এদিন এনএইচ১৪-এর উপর ৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ দুবরাজপুর বাইপাস নির্মাণের শিলান্যাসও করেন প্রধানমন্ত্রী। এতে দুবরাজপুর শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার যানজট কমবে এবং যাতায়াতের সময় প্রায় এক ঘণ্টা কমে যাবে। পাশাপাশি কংসাবতী ও শিলাবতী নদীর উপর নতুন চার লেনের বড় সেতু নির্মাণের প্রকল্পেরও শিলান্যাস করা হয়।

রেল ক্ষেত্রেও একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। পুরুলিয়া থেকে আনন্দ বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হবে। একই সঙ্গে বেলদা ও দাঁতনের মধ্যে ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ তৃতীয় রেললাইন এবং কলাইকুন্ডা, কানিমহুলি সেকশনে স্বয়ংক্রিয় ব্লক সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এতে ব্যস্ত রেলপথে ট্রেন চলাচলের সক্ষমতা বাড়বে এবং নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা উন্নত হবে বলে জানানো হয়েছে।

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষে অশান্ত গিরিশ পার্ক, মন্ত্রীর বাড়িতে হামলা, জখম ওসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার ঠিক আগেই বিজেপির অশান্তিতে উত্তপ্ত শহর। কলকাতার গিরিশ পার্কে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়িতে হামলার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে। তাঁর বাড়িতে বিজেপি নেতাদের ইট নিয়ে হামলা, ভাঙচুরের জেরে আক্রান্ত হন খোদ মন্ত্রী। তাঁর পিঠে ইটের আঘাত লাগে। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হলেন শশী পাঁজা। প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, ‘এটাই কি আপনার নারী সুরক্ষার গ্যারান্টি?’ শশী পাঁজার সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ।

ভাঙচুর করা হয়েছে শশী পাঁজার অফিস।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সকালে ‘বয়কট বিজেপি’ লেখা পোস্টারকে কেন্দ্র করে। ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা, ধস্তাধস্তি এবং পাথর ছোড়াছুড়ির অভিযোগ ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। সংঘর্ষে দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এমনকি, দু’পক্ষের ঝামের মধ্যে পড়ে জখম হয়েছেন বৌবাজার থানার ওসি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেডের সভায় যোগ দিতে উত্তর দিক থেকে একাধিক বাস ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় রাস্তার ধারে লাগানো ‘বয়কট বিজেপি’ লেখা পোস্টার নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিজেপি সমর্থকদের দাবি, এই পোস্টারগুলি সভার দিন ইচ্ছাকৃতভাবে লাগানো হয়েছিল যাতে উত্তেজনা তৈরি হয়।

এক বিজেপি কর্মীর কথায়, “ব্রিগেডে যাওয়ার পথে আমরা দেখি রাস্তার ধারে ‘বয়কট বিজেপি’ লেখা পোস্টার লাগানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট উস্কানি। আমাদের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে ইচ্ছা করেই এই পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।” অন্য দিকে, তৃণমূলের তরফে পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। তাঁদের দাবি, বিজেপি কর্মীরাই প্রথমে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি করেন এবং পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা অভিযোগ করে বলেন, ‘বিজেপির কর্মীরা হঠাৎ করেই এলাকায় হইচই শুরু করে এবং আমার বাড়ির দিকেও পাথর ছোড়া হয়।

নন্দীগ্রাম স্মরণ মমতা-শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৪ মার্চের স্মৃতি ঘিরে আবারও আবেগ, ইতিহাস এবং রাজনৈতিক বক্তব্যে সরগরম হল নন্দীগ্রাম। ২০০৭ সালের সেই রক্তাক্ত দিনের বর্ষপূর্তিতে সামাজিক মাধ্যমে পৃথক বার্তা দিয়ে নিহত আন্দোলনকারীদের স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামের নিহতদের স্মরণ করে বার্তা দিয়ে তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘ভুলছি না, ভুলব না।’ সেই সঙ্গে তিনি জানান, ‘নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ও নেতাই-সহ সমগ্র বিশ্বের সকল শহিদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং অন্তরের গভীর প্রণতি।’ তাঁর প্রকাশিত ছবিতে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন মুহূর্ত এবং শহিদদের স্মৃতির প্রতীকী দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বার্তায় নন্দীগ্রামের জমি রক্ষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে সেই ঘটনার নৃশংসতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, ‘শহিদদের বলিদান, ভুলবে না নন্দীগ্রাম... বশ্যতা বিরোধের সংগ্রাম, আজও ভুলিনি নন্দীগ্রাম।’ একই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘অভিশপ্ত ১৪ই মার্চ ২০০৭... বশ্যতা বিরোধী নন্দীগ্রাম জমি রক্ষার আন্দোলনে তৎকালীন পুলিশ ও হার্মাদ বাহিনীর নৃশংস আক্রমণে নিহত নন্দীগ্রামের শহিদদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করি।’

নির্বিঘ্নেই হরমুজ পেরিয়ে এল ভারতের শিবালিক-নন্দাদেবী

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে দেশের দু’টি জাহাজ, শিবালিক এবং নন্দাদেবী। শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এসসিআই)-র ওই দু’টি জাহাজে এলপিজি রয়েছে। সূত্রের খবর, ইরান এবং হরমুজ প্রণালীর আশপাশের দেশগুলির সহযোগিতাতেই জাহাজ দু’টি নির্বিঘ্নে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। নেপথ্যে দিল্লির তরফে বিভিন্ন স্তরে চার দফা ফোনালাপ। এমনকী খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কথা বলেন।

আরও একটি জাহাজ পূর্ব এশিয়া থেকে হরমুজ পেরিয়ে আফ্রিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় বাণিজ্যিক জাহাজ যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, সেই নিয়ে গত কয়েক দিন তেহরানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে নয়াদিল্লি। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পরেই হরমুজ পেরিয়ে ভারতের দিকে রওনা হয়েছে জাহাজ দু’টি।

হরমুজ প্রণালীর দুই প্রান্তে

এখনও ভারতের অন্তত দু’ডজন পণ্যবোঝাই জাহাজ আটকে রয়েছে। সেগুলি যাতে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছোয়, সে জন্য পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে চার বার ফোনে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন মোদীও। তার পরেই ভারতে ইরানের রাষ্ট্রদূত আশ্বাস দেন, হরমুজ দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করবে ভারতের বাণিজ্যিক জাহাজ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল এবং আমেরিকা।

প্রত্যাঘাত করেছে ইরানও। ইরান জানিয়ে দেয়, হরমুজ দিয়ে তারা কোনও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করতে দেবে না। তার পর থেকে ওই প্রণালীর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে শতাধিক জাহাজ। তার মধ্যে ভারতের ২৮টি জাহাজ রয়েছে। এ বার দু’টি জাহাজ হরমুজ পেরিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। শিবালিকে রয়েছে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি। নন্দাদেবীতেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে এলপিজি। অন্য দিকে, পূর্ব এশিয়া থেকে একটি ভারতীয় জাহাজ হরমুজ পেরোতে প্রস্তুত হয়েছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশকুমার সিং জানিয়েছেন, জগপ্রকাশ নামে ওই জাহাজ ওমান থেকে আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। তাতে রয়েছে গ্যাসোলিন।

সম্পাদকীয়

ভাতার পালটা মোদীর ১৮,৮৬০ কোটির প্রকল্প, জবাব খুঁজছে তৃণমূল

ছাব্বিশের ভোটের আগে নিয়োগ দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে আকণ্ঠ ডুবে থাকা তৃণমূলের ভরসা এখন ভাতা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাতারাতি ৫০০ টাকা বাড়ানোর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতেও ভরসা পাননি। তার সঙ্গে এবার জুড়ে দিয়েছেন যুবসাথী, মানে মাসে আরও দেড় হাজার। এরপরই পাড়ায় পাড়ায় তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। বলছেন, দিদির মাস্টারস্ট্রোক। তৃণমূল নাকি জিতেই গিয়েছে। ব্যস, আর কী, আরও ৫ বছরের জন্য করে কম্মে খাওয়ার ব্যবস্থা পাকা! কিন্তু বাঙালিকে ভাতাজীবী বানিয়ে খুশি রাখার তৃণমূলি চেষ্টায় ভোটের মুখে একেবারে জল ঢেলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভোটের বাংলায় এসে একলপ্তে ১৮,৮৬০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন তিনি। বাংলার জন্য ভাতা নয়, প্রকৃত উন্নয়নই যে তাঁর লক্ষ্য সেটাই বুঝিয়ে দিলেন। এরপর মুখে আর কোনও আওয়াজ নেই তৃণমূলের। মোদির এই মাস্টারস্ট্রোকে ধরাশায়ী তৃণমূল। মুখপাত্ররা ব্যস্ত জবাব খুঁজতে। ভোটের মুখে তাঁদের বড় বিপদে ফেলে দিয়েছে বিজেপি। গুলিয়ে গিয়েছে সব হিসেব। এবার এক ঝলক দেখা যাক এ রাজ্যের প্রকল্পগুলি। প্রথমতঃ প্রায় আড়াই হাজার কোটি ব্যয়ে ১৯ নং জাতীয় সড়কের অন্তর্গত পানাগড় থেকে পালসিট পর্যন্ত ৬ লেনের ৬৮ কিমি দীর্ঘ রাস্তা, ১১৪ নং জাতীয় সড়কের ভেদিয়াতে ৪ লেনের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ। খরচ ১৯৫ কোটি। ২৯৮ কোটি টাকা খরচ করে হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স বার্থ নং ২-এর আধুনিকীকরণ। ১৯ নং জাতীয় সড়কের বারওয়া আড্ডা থেকে পানাগড় পর্যন্ত ৬ লেনের ১১৫ কিমি দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ। প্রকল্পের খরচ ৩২৩৩ কোটি টাকা। এছাড়াও অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি রেল স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধনও করেন প্রধানমন্ত্রী। স্টেশনগুলি হল, আনারা, তমলুক, হলদিয়া, বরাভূম, সিউড়ি ও কামাখ্যাগুড়ি। পাশাপাশি পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি) এক্সপ্রেস-এর সূচনাও করেন তিনি। উত্তর ২৪ পরগনায় ইছামতী নদীর উপর ১৬ কোটি টাকা খরচ করে স্বরূপনগর ব্রিজ। এই হল মোটামুটি তালিকা। ভোটের মুখে যা কার্যত নকআউট করতে বসেছে টিম মমতাকে।

শব্দছক ১০০

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. অসীম ৫. যার প্রতিভা রয়েছে ৮. উকিলের পেশা ৯. দৈবিক ১২. তাম্বুল ১৩. গর্ব অনুভবকারী ১৫. শব্দকারী তরঙ্গ ১৬. আদ্রক-এর বাংলা ১৭. বিছানায় শোবার মোটা গদী ১৮. জল ১৯. রম্ভা ২০. রান্না
ওপর-নিচ: ২. পাইকারী ব্যবসাদার ৩. ছাতা ৪. শতরঞ্জ খেলা ৫. নিত্য ৬. ওজনদার ৭. নাক দিয়ে নেশা-পাউডার ১০. স্নেহবস্তু ১১. নফর ১২. যে নৌকার পাল খাটানো ১৩. ভীমের অস্ত্র ১৪. উনুনের আঁচ স্যাঁকা রুটি ১৬. খনি ১৮. বন্যা

সমাধান ৯৯ — পাশাপাশি: ২. কাপালিক ৫. কানন ৭. বিটা ৮. রব ৯. বনভোজন ১১. অক্ষ ১২. দায়ী ১৩. অনা ১৪. ছই ১৬. বর্ণমিশেল ১৮. দড়া ১৯. সব ২০. দক্ষতা ২১. কপালিয়া
ওপর-নিচ : ১. অকারণ ২. কান ৩. লিখন ৪. সটান ৬. নব ৭. বিজয়ী ৯. বক্ষ ১০. ভোদাই ১১. অনামি ১২. দাই ১৩. অর্ণব ১৪. জল ১৫. জোড়াতালি ১৬. বসন ১৭. শেরপা ১৮. দক্ষ ২০. দয়া

আজকের দিন

- ১৯১৯ — হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২ — অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র দ্য গডফাদারের প্রিমিয়ার হয় টাইম অ্যান্ড ডেট উল্লেখ করে।
- ১৯৮৫ — বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট ডোমেইন `symbolics.com`, নিবন্ধিত হয়

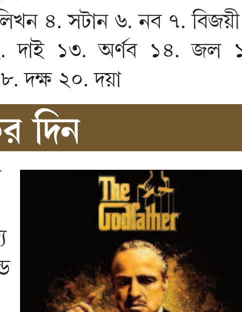

জন্মদিন

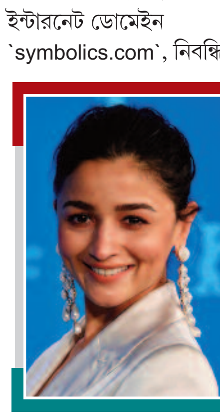

১৯৩৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাঁশীরামের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা যিশু সেনগুপ্তর জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী আলিয়া ভাটের জন্মদিন।*

আলিয়া ভাট

শিক্ষকই জীবনের পরম পরশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিদ্যা ও শিক্ষায় মেলে মূল্যবোধের পাঠ। সেই মূল্যের আধারেই জীবন অমূল্য হয়ে ওঠে। সেখানে শিক্ষার প্রসারে মূল্যবোধের আলো ছড়িয়ে পড়ে, চারিদিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যকর বস্তুও মহার্ঘ সম্পদে পরিণত হয়। জলের অপর নাম যে জীবন,তা শিক্ষাই আমাদের শিখিয়ে দেয় । আসলে শিক্ষার আসল লক্ষ্যই মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা । অবশ্য শিক্ষায় মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলাতেই শিক্ষকের দায় ফুরিয়ে যায় না। শিক্ষকের আসল লক্ষ্য শিক্ষার্থীর মনে জীবনবোধ গড়ে তোলা। শিক্ষার মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীকে জীবনবোধের পাঠ দান করেন। শিক্ষা যেখানে পৃথিবীর মহার্ঘ সম্পদকে চিনিয়ে দেয়, শিক্ষক সেখানে মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করেন। কেননা মানুষই সম্পদ সৃষ্টি করে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় দিয়ে মহার্ঘ সম্পদ গড়ে তোলে, আবার এক সম্পদ অন্য সম্পদে রূপান্তর করে। এ তো গেল বাইরের দিক, অন্তরে তার আরও বিস্তার । শিক্ষা যেখানে দৃষ্টিকে আভিজাত্য দান করে সুদূরপ্রসারী করে তোলে, শিক্ষক সেখানে অন্তর্দৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলে জীবনকেই নবজীবনে রূপান্তর করে। শিক্ষার সাফল্য মণিমুক্তো চেনা, সংগ্রহ থেকে অলঙ্কার তৈরিতে তা প্রসারিত হয়। সেখানে বীর ডুবুরির সিন্ধু সেচে মুক্ত আনাতেই সফলতার শেষ নয়, মুক্তোর মালাতেই তার বরমাল্য লাভ। অন্যদিকে শিক্ষকের দেওয়া জীবনদৃষ্টিতে অন্তর্দৃষ্টি আলো ছড়ায়, শিশির কণায় মানিক ঘনায়,দুর্বাদলে দীপ জ্বলে। আসলে শিক্ষকের পরশেই জীবনবোধের বিস্তার । সেখানে জীবনের মধ্যেই মেলে অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার । অশান্ত জীবনসমুদ্রের প্রশান্ত তলদেশেই সেই অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছে যায়। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ তলদেশেই থাকে মণিমুক্তোর ভাঁড়ার । মননের বাতিঘরের আলো জ্বালিয়ে জীবনবোধ জাগিয়ে তোলেন মহৎ শিক্ষক মহাশয় । শিক্ষকই জীবনের পরম পরশ। পরশ পাথরের মতোই তার জীবনবোধ জেগে ওঠে ।অথচ শিক্ষা ও শিক্ষকের ভূমিকা পরীক্ষা ও পরীক্ষকের আধারে ছকবন্দি হয়ে পড়ে,তখন তার হিসেবেও গরমিল অনিবার্য । মার্কশিট রাঙিয়ে কেরিয়ার গড়ে তুলে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভোগী জীবনে শিক্ষকের ভূমিকা মূল্যবোধের বিস্তারেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে । সেখানে শিক্ষকের জীবনবোধ গড়ে তোলার অবকাশ নেই, তার চাহিদাও নেই। সেক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক গুরুশিষ্যের পরম্পরায় আর নেই, একান্তই তা প্রয়োজনে প্রিয়জন । প্রয়োজন ফুরোলে প্রিয়জনও বদলে যায় । আধুনিক বিশ্বে শিক্ষাও পণ্য। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কও তাতে বিপন্ন। শ্রদ্ধা তখন ক্ষণিকের সৌজন্যে পরিণত হয়। সেখানে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অভাবিত অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর । আবার তাই যখন কেউ দেখে তখন মেনে নিলেও মনে নিতে পারে না ।এই না-পারাটার মধ্যেই আছে শিক্ষার আসল গৌরব, শিক্ষকের সৌরভ ।

দুটি হাই স্কুল ও তিনটি কলেজে পড়ানোর পর সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হয়ে আসি ২০১২-র ১ আগস্টে । রুক্ষ প্রান্তর শুষ্ক আবহাওয়ার রাঙামাটির দেশে বর্ণহীন বসন্তের আতঙ্ককে মেনে নিয়ে সেদিন আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করেই চালচুলোহীন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি । মূলধন ফুরিয়ে গেলে লোকে দেউলিয়া হয়ে যায়, মনধন ফুরোলে জীবনই ভারী হয়ে ওঠে । একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার করতে গিয়ে অসংখ্য জায়গায় বাসাবাড়ি বদলাতে বদলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি । তখন একটুকরো সুখীগৃহকোণের হাতছানি মনকে উতলা করে তোলে । অথচ পুরুলিয়া এসেছি ভালো না লাগলেই ফিরে যাওয়ার ঘোড়া দাঁড় করিয়ে । নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই, ঠিক যেন আমারই মতো স্থায়ী হওয়ায় আয়োজনে অপেক্ষমান। অহল্যাভূমির নীরস আবহাওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে যে জেলার মানুষ প্রতিনিয়ত জীবন জীবিকার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে, সেখানে কিবা শীত, কিবা বসন্ত । দূর থেকেই পুরুলিয়ার বিরূপ প্রকৃতির বিকট নগ্নমূর্তির সঙ্গে মাওবাদী প্রাণঘাতী আতঙ্ক মনকে অশনি সংকেত দিত। যেখানে প্রাণে বাঁচাই দায়, সেখানে মানে বাঁচার সদিচ্ছাই ব্যঙ্গের খোরাক হয়ে ওঠে। আর মনে বাঁচার স্বপ্ন তখন বিলাসিতা মনে হয় । অথচ বিরূপ প্রকৃতির মধ্যেই পুরুলিয়ার আসল বসন্তের পরিচয় মেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তার পরিচয়ে আমি বিস্মিত হয়ে পড়ি। নীরস প্রকৃতির মধ্যেও শুকনো মুখেই দুচোখে স্বপ্নের কাজল পরে আসা ছাত্রছাত্রীদের সরস সজীবতায় হৃদয়ের ভালবাসা উপচীয়মান। তাদের দুচোখে সবুজ সতেজতায় বসন্তের হাতছানি আমাকে নতুন করে প্রাণিত করে । কথায় বলে, যদি বন্ধু সঙ্গে থাকে তার মরুভূমিতেও নিঃসঙ্গ মনে হবে না। সেক্ষেত্রে যৌবনের ভালে রাজটীকা পরে আসা আমার অগণিত ছাত্রছাত্রীরা আমাকে চিরবসন্তের দেশে পৌঁছে দেয় । ক্রমশ তাদের নিবিড় সান্নিধ্য আমাকে পরমাত্মীয় করে তোলে, শীতার্ত জীবনে বয়ে আনে বসন্তের নবযৌবন। সময় যত এগোয়, সম্পর্কের সৌরভ তত ছড়িয়ে পড়ে,ততই ভালবাসার পৃথিবী শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রি চালু হয়। তাতে শুধু উচ্চ শিক্ষার ষোলোকলাই পূর্ণ হয় না, ছাত্রশিক্ষকের রসায়নও আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ক্লাসের গণ্ডি ছেড়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে তার সৌরভ,আমার বাসাবাড়ি তাদের ভালবাসা হয়ে ওঠে। সেই ভালবাসা থেকেই ২০১৫-তে আমার জন্মদিন পালনের আয়োজন থেকে ২০১৬-তে তার আনুষ্ঠানিকতার বিস্তারের মধ্যেই ২০১৭-তে ‘জীবনের পরম পরশ কমিটি’ গড়ে ওঠে এবং অভিনব ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। সেই ইতিহাস এখনও সচল, সরব এবং অজানা খনির পরশমণি ।

২০১৩-র ৩০ আগস্ট বাঁকুড়ার সারদামণি কলেজে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মসার্ধশতবর্ষে আয়োজিত সেমিনারের আমন্ত্রণে গিয়ে ফেরার সময় কার্তিক কুমার মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে পুরুলিয়ারই ভূমিপুত্র, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বাংলায় এম এ, নেট পাশ। যেমন সে শিক্ষানুরাগী, তেমনই তার অমায়িক ব্যবহার । তার ভালবাসা আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে ছাপিয়ে যেতে শুরু করে । ইতিমধ্যে সে আমার অধীনে পিএইচডি শুরু করে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । তার অকৃত্রিম গুরুভক্তি ক্রমশ প্রকাশমুখর সক্রিয়তা লাভ করে । ২০১৬-র ২৬ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার আমডিহার দিপালী অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ফ্ল্যাটের স্বল্প পরিসরে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে আমার জন্মদিন পালনের আয়োজন ঘটা করে শুরু হয়,তাতেই আবার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরশ ছড়িয়ে পড়ে । ভিড়ে ঠাসা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাতে অ্যাপার্টমেন্টের লোকের বিরক্তি উৎপাদন না করে এজন্য আমি তাদের বাইরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কথা বলি। অবশ্য আরও একটি গোপন উদ্দেশ্যও তাতে জুড়ে ছিল। নিজেকে পরখ করার সদিচ্ছা আপনাতেই লোকের মনে ভর করে। আমাকে আমার ছাত্রছাত্রীরা কতটা ভালবাসে, বা, তাদের শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কতটা খাঁটি বা মেকি, তা জানার বা দেখে নেওয়া নয়, তার চেয়েও আরও মহৎ লক্ষ্য সেক্ষেত্রে গোপনে সঞ্চারিত হতে থাকে। কেরিয়ারসর্বস্ব শিক্ষায় শিক্ষক ও ছাত্রের স্বার্থের সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশ্বায়নের ব্যবসায়নে যেখানে সবকিছুই পণ্যমূল্য লাভ করে, সেখানে শ্রদ্ধাভক্তি, ভালবাসাও স্বার্থসর্বস্ব মনে হয়। চারদিকে যখন ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্ক তলানির ছবিই স্বাভাবিকতা লাভ করে, তখন তার মধ্যের ফাঁক ও ফাঁকির পরিচয় নিবিড় করে তুলে ধরতেও দৃষ্টান্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সেখানে নিজের মধ্যেই তার পরিচয় দেখার গোপন সদিচ্ছা জেগে ওঠে । এজন্য আমার জন্মদিন পালনের ঘনঘটার মধ্যে আমার মনে হয়েছিল আমাকেই এবার অগ্নিপরীক্ষায় সামিল করে দেখি। তাতে আমার অভিজ্ঞতাই আমার মূলধন হয়ে উঠতে পারে। এজন্য সব ভেবেই বাড়িয়ে বাইরে আমার জন্মদিন পালনের কথা বলি। আর তারই আয়োজনে কার্তিক কুমার মণ্ডলের নেতৃত্বে ২০১৭-তে গড়ে ‘জীবনের পরম পরশ কমিটি’। ২০১৯-এর ১৪ আগস্ট তাঁর পিএইচডি লাভেও তাঁর গতি রুদ্ধ হয়ে পড়েনি, বরং আরও গতি লাভ করে । দেখতে দেখতে সেই জীবনের পরম পরশ কমিটির দশ বছর পূর্তি উদযাপন ২০২৬-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি,পুরুলিয়ার জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রে।

দশ বছর এমন কিছু নয়, একটি শিশু বালক হয়ে ওঠে মাত্র, সাবালক হতে অনেক বছর বাকি থাকে তার । তাতে বাবামার মনে সন্তানের দেখতে দেখতে ‘কত্ত বড় হয়ে গেলো’র অপলক তৃপ্তি আর সন্তানের মুখে ‘আই অ্যাম কমপ্ল্যান বয়’-এর সহর্ষ দীপ্তি। সময়ের তৃপ্তি ও দীপ্তির হাতছানিতে জীবন এগিয়ে যায়,স্মৃতির সঞ্চয় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, মুখে তার যুদ্ধ জয়ের অমলিন হাসি লেগে থাকে। অথচ সবার সময় একভাবে কাটে না, সব একভাবে ঘটেও না। যেখানে পরীক্ষার মতো সফলতা মেলে সেখানে তার সোপানে শুধু কৃতকার্যের আনন্দ মেলে,পাওয়ার নিরিখে হারানোর গ্লানি তাতে নেই। কষ্ট করে কেষ্ট লাভের গৌরব থাকলেও তাতে না পাওয়ার যন্ত্রণা বা হারানোর আতঙ্ক জেগে ওঠে না। একের পর এক যুদ্ধ জয়ের আনন্দে রাজকীয় উদযাপন সময়ের রঙে রঙিন হয়ে উঠলেও তার মধ্যে মানুষের জীবনযুদ্ধের হিসেব মেলানো যায় না। যেখানে শুধু হারজিত নেই, অস্তিত্ব সংকটের অগ্নিপরীক্ষা বর্তমান, সেখানে যুদ্ধজয়ের বাঁধভাঙা আনন্দের চেয়ে উত্তরণের অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার স্বস্তি হাতছানি দেয় ।এ যুদ্ধ অন্যের সঙ্গে নয়, অন্যের জন্যও নয়, একান্তই নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ । সেই যুদ্ধের পরতে পরতে ক্ষতবিক্ষত হওয়াই শুধু নয়, অস্তিত্ব সংকটের নিবিড় আয়োজন । সেখানে পিছানোর কোনও পথ নেই, সামনেও নেই এগিয়ে যাওয়ার হাতছানি । সেই যুদ্ধের দুর্গম পথ ফিরে দেখার সদিচ্ছাও তার আতঙ্কিত প্রকৃতির মতোই অনীহা জাগায়। পাহাড়ের খাড়া পাকদণ্ডি বেয়ে ওঠার সময় একটু অসতর্কতায় মৃত্যুর হাতছানি জেগে ওঠে, বাড়ি ফিরে আসার পর তা ভাবতেও লোকে অন্যমনস্ক হতে চায়। অন্যদিকে তার মধ্যেই মেলে ‘জীবনের পরম পরশ কমিটির দশ বছর অভিযানের পরম প্রাপ্তি ।

আসলে প্রতিকূলতার মধ্যে থাকে সাধনার আভিজাত্য ও গৌরব। সাফল্যের উদযাপন ক্ষণিকের ঝাড়বাতি মনে হয়, ব্যর্থতার স্বল্প পরিসরও অনিঃশেষ হয়ে ওঠে । সুখের দিন ভাবতে ভাবতেই ফুরিয়ে যায়, দুঃখের রাতি অনন্ত মনে হয় । সেক্ষেত্রে দশ বছর আপাতভাবে সময়ের পরিসরে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য মনে না হলেও তার অস্তিত্বের লড়াই অনেক বেশি মহার্ঘ প্রত্যাশা করে। না পাওয়ার যন্ত্রণার চেয়ে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা অসহনীয়, আর তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা তো সাধনাসাপেক্ষ। সেই সাধনপীঠের দিকে তাকানোর অবকাশে ফিরে দেখার আয়োজন আসলে নিজেকেই ফিরে পাওয়ার আত্মসমীক্ষা। ক্ষমতার রাজসিংহাসনেও পশুরাজের প্রকট অস্তিত্ব । সিংহ চিহ্নিত আসনেই রাজকীয় অভিষেক সম্পন্ন হয়। সেই সিংহের পিছনে ফিরে দেখায় প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী স্বচ্ছ দৃষ্টি বর্তমান । সিংহাবলোকনের মধ্যেই পশুরাজের দূরদৃষ্টি উচ্চারিত হয়ে থাকে । দশ বছরের অবলোকনেও সেই দৃষ্টি প্রকট হিংস্রতায় পশুকেও হার মানায়। পশুরা নিজেদের আহারের অধিক শিকার করে না। মানুষের শিকার সীমাহীন । সেখানে মানুষের শত্রুনিধনযজ্ঞের ক্লান্তিহীন পথচলা । শুধু তাই নয়, তাতে নীতি-আদর্শের বালাই নেই, ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’। অন্যদিকে এজন্য শত্রু হওয়ার জন্য কারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব করাও জরুরি নয়। মানুষের সবচেয়ে বেশি শত্রু হয় অযাচিত ভাবেই। ভালো কাজে সফল হলে বা কৃতিত্ব অর্জন করলেই হিংসা থেকে শত্রুতার শ্রীবৃদ্ধি আপনাতেই সমান সচল। আর তা যত দুর্লভ মহার্ঘ প্রাপ্তি, তার তত বিস্ময়, সন্দেহ,অবিশ্বাস,তাতে ততই অস্বীকার ও আঘাত, বাধাবিপত্তি । সেদিক থেকে শিক্ষক-ছাত্রের পবিত্র সম্পর্ক পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠুনকো হয়ে ওঠায় একজন শিক্ষকের জীবিতকালে ঘটা করে অনুষ্ঠান করে তাঁর জন্মদিন পালনের সংবাদ স্বাভাবিক ভাবেই ঈর্ষাতুর মনে সাংঘাতিক মনে হয় । বর্তমানে ছাত্রের শ্রদ্ধাভক্তি অভাব এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, সেখানে বছর বছর শিক্ষকের জন্মদিন পালন ও তাঁকে নিয়ে বই প্রকাশের ব্যয়বহুল আয়োজন বিস্ময়কর মনে হয়। সেই বিস্ময় থেকে সন্দেহ এবং তা থেকে অবিশ্বাস করার প্রবণতায় শুরু হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধাবিপত্তির মাধ্যমে চিরতরে তা বন্ধ করার অবিরত নিবিড় আয়োজন ।

২০১৭-তে দলবেঁধে ছাত্রছাত্রীদের জন্মদিন পালন ও বই প্রকাশের খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। এজন্য পরের বছরেই দল ভাঙার শুরু করে। এভাবে প্রথমের উচ্ছ্বাসের ফেনা কেটে যায়, ভাঙাগড়ার পালা চলতে থাকে । অন্যদিকে প্রথম চার বছরে মধ্যে জীবনের পরম পরশ কমিটির বিস্ময়কর উদ্যোগ চারদিকে (North– East– West ও (outh) মিলে NEWS বা খবর বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে । বিভিন্ন দৈনিক বা সাময়িক পত্রপত্রিকায় জীবনের পরম পরশ কমিটির বিরল ব্যতিক্রমী মহতী উদ্যোগের কথা প্রকাশিত হওয়ায় তার সৌরভ যেমন ছড়ায়,তেমনই তা মনে ও মেনে নেওয়ায় অসহনীয় বোধে চারিদিক থেকে চিরতরে বন্ধ করার আয়োজনও চলে। তার পরেও যত এগিয়ে চলে,বাঁধা থেকে বাঁধন শিথিল করার আয়োজন আরও তীব্র হয় । প্রথম থেকেই আমার অনুরাগী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা, ভয় দেখানো, দেখে নেওয়ার চেতাবনি তো ছিলই । তাতেও জন্মদিন পালন ও বই প্রকাশের ঘটা কমেনি,বরং তার মধ্যেই তা গতি লাভ করে। গবেষক সংবর্ধনা, বই প্রকাশ, আলোচনাসভা সবই তার অঙ্গ হয়ে ওঠে । অন্যদিকে এই গতির মধ্যেই আমার দুর্গতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। একে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছরের এম এ কোর্স,তার উপরে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দূরদূরান্তে বাড়ি ফিরে যায় বা অন্যত্র শিক্ষা গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে বেকারত্বের তীব্র দহনে শিক্ষকের প্রতি আবেগ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, যাও-বা অবশিষ্ট থাকে তাও স্থানিক দূরত্বের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় অকেজো হয়ে ওঠে । আর থাকে পিএইচডি গবেষক ।তারাও হাতে গোনা। অধিকাংশই কেরিয়ারসর্বস্ব । তার মধ্যেও ছদ্মবেশীর বিশ্বাসঘাতকতা স্বাভাবিক । সেখানে পাওয়ার লোভ আর হারানোর ভয় জারি থাকে। অন্যদিকে আমার অনুশাসিত কঠোর ব্যক্তিত্ব আপনাতেই ঘনিষ্ঠ হওয়ার অন্তরায়, বরং সেক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ প্রশস্ত । সেক্ষেত্রে প্রতিবছর শিক্ষকের জন্মদিন পালন আরও অবিশ্বাসের চূড়ান্ত মনে হয়। এজন্য তার উৎস সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে আমার বিরোধীগোষ্ঠীর শিক্ষকশিক্ষিকারা ঘনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের বিচ্ছিন্ন করণে মেতে ওঠেন । গাছের ডালপালা কেটে মূল কাটার আয়োজন সেখানে প্রথম থেকেই জারি ছিল। তারপরেও জীবনের পরম পরশ কমিটির জন্মদিনের অনুষ্ঠান ক্রমশ উৎকর্ষমুখর প্রচার লাভ করে, রাজ্য থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে । গত বছর ২০২৫-এ জন্মদিনের খবর আনন্দবাজার থেকে দৈনিক স্টেটসম্যানসহ একাধিক সংবাদপত্রে জায়গা করে নেয় । এজন্য আমার বিরুদ্ধে জারি ষড়যন্ত্র তারপর শেষ আঘাত হেনে জন্মদিন পালন চিরতরে বন্ধ করতে মরীয়া হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে এতদিনের আমার অর্জিত সম্মান ও গড়ে তোলা ব্যক্তিত্বকে কলঙ্কিত করার উদ্যোগে ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত আয়োজন চলে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা শুনেছিলাম । এক কবি রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিতা লিখছেন জেনে রাজার লোকেরা এসে কবির প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুল কেটে দেয় । তাতে কবি বাম হাতে কবিতা লেখেন। আবার রাজার লোকেরা এসে কবির বাম হাতের আঙ্গুল কেটে দেয় । তারপরেও কবি ডান পা দিয়ে মাটিতে লেখেন। রাজার লোকেরা এসে তাও কেটে দেয়। একইভাবে কবির বাম-পাও কাটা পড়ে। রাজা ভেবেছিলেন তা হলে আর তাঁর কেউ বিরোধিতা করার রইল না। অথচ কবিতাটির কবি বলছেন ততদিনে সবাই কবি হয়ে গিয়েছেন। দশ বছরে জীবনের পরম পরশ কমিটি অসংখ্যবার অঙ্গচ্ছেদের পরিণতিতে আজ শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয়, সকলের মধ্যেই ছড়িয়ে গেল। কমিটির সূচনায় শুধু আমার ছাত্রছাত্রীরাই ছিল না, আমার অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও অনুরাগীরাও যুক্ত হয়েছিল । তাঁরাও দুহাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁদের অপরিসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই জীবনের পরম পরশ কমিটির ভিতকে মজবুত করেছে । প্রতি বছর তাঁদের অকৃপণ সহযোগিতা কমিটির বাড়তি অক্সিজেন । আমি তাঁদের কাছে ঋণী। অথচ তাঁরা ছিলেন অনেকটাই আড়ালে। দশ বছরে দশদিক (পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের পর ঈশান-অগ্নি-নৈঋত-বায়ু, উর্দ্ধ-অধঃ) পূর্ণ করে জীবনের পরম পরশ কমিটি সকলের হয়ে গেল। এ আমার পরম প্রাপ্তি ।

অন্যদিকে আমি আরও ঋণী আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে যারা প্রথাগত শিক্ষার মধ্যেও শিক্ষকের সঙ্গে পরম পবিত্র সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে । বর্তমানে ভোগবাদী আধুনিক শিক্ষাও ভোগী জীবনকেন্দ্রিক। সেখানে ভোগ শুধু মানুষকে স্বার্থপর দৈত্য তৈরি করে না, তা বিচ্ছিন্নতাবোধও জাগিয়ে তোলে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নগ্নরূপ সম্পর্ককে অস্বীকার করায়। যৌথ পরিবার ভেঙে যায়, পারিবারিক সম্পর্ককে পথের কাঁটা মনে হয় । একা খাব, একা থাকব, একা দেখব’র পৃথিবীতে আপনই পর হয় ওঠে, শিক্ষক সেখানে সম্মানের দূরত্বে দূর সম্পর্কের আত্মীয় । আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষার ভয়ঙ্কর কুফল মানুষে মানুষে আত্মীয়তার সম্পর্ককে ভেঙে দেওয়ায়। সম্পর্কের চেয়ে কেরিয়ার বড় হয়ে ওঠে । সেখানে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পবিত্র সম্পর্ক শুধু পেশাগতভাবেই সাময়িক নয়, ব্যবসায়িক লেনদেনের মতোও স্বার্থসর্বস্ব । সেক্ষেত্রে কেরিয়ারসর্বস্ব ছাত্রছাত্রীরা কখনওই শিক্ষকের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে না। তাদের কাছে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিই বাহুল্যমাত্র । তারা গভীর নিষ্ঠায় শিক্ষাকে আয়ত্ত করলেও শিক্ষককে আত্মস্থ করে না। তার প্রয়োজন বোধও তাদের নেই। তারা শিক্ষায় মূল্যবোধ পেলেও জীবনবোধ গড়ে তুলতে অসফল হয়ে থাকে। সেখানে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যেভাবে যেটুকু শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছি,তাতেও আমি কম বিস্মিত হইনি। আমার ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ী এবং সুহৃদ অনুরাগীদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি ও ভালবাসায় জীবনের পরম পরশ কমিটির ব্যানারে যে বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করে চলেছে, তা শুধু বিরল ও ব্যতিক্রমীই নয়, আমার কাছেও কল্পনাতীত। আমার প্রতি সকলের গভীর আস্থা যেভাবে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, করে চলেছে,তাতে শুধু আমি অভিভূত নই, বিস্মিতও। আমি শুধু আমার নীতিআদর্শে আত্মবিশ্বাসে অবিচল থেকেছি মাত্র। আমি বিশ্বাস করি জনগণের সমর্থন ছাড়া কোনও মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। জন্মদিন পালনের নেপথ্যে অনুগত ও বাধ্য ছাত্রছাত্রীদের হাত ভেবে যারা আমার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল,তারা ভাবতেই পারেনি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া তা কখনওই সম্ভব নয়। দশ বছরের পূর্তি উদযাপন সে কথাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষকের আদর্শে, তাঁর নৈতিক চরিত্রে। সত্যই সেই বিশ্বাসের মূল, নীতি-আদর্শ তার ফুল। সেই সত্যের প্রতি পক্ষপাতে অবিচল ছিলেন মহামতি অ্যারিস্টটল। এজন্য তাঁর গুরু প্লেটোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও বলেছেন, ‘ঞ্জস্তুষ্ঠদ্রহ্ন স্বত্রথ্ন, ঠন্ডিঠহ্ন স্বত্রথন্ত্র’। জীবনের পরম পরশ কমিটির আমার জন্মদিন পালনের দশ বছর পূর্তি উদযাপন সেই সত্যের আলোতে আমি নিজেকে খুঁজে পাওয়ার স্বস্তি ফিরে পেয়েছি। এর মধ্যে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নেই ঠিকই, কিন্তু অপরাজেয় থাকার প্রশান্তিই তার অপার গৌরব, কমিটির বিস্তারে তার অফুরাণ সৌরভ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ১০০

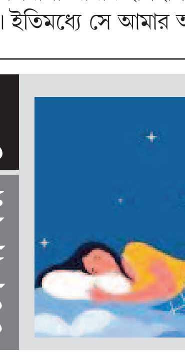

ঘুমের বাংলা শব্দ, ঘুম (ঘুম), প্রাকৃত শব্দ ‘ঘুন্মা’ বা ‘ঘুন্মা’ থেকে উদ্ভূত । এই প্রাকৃত শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ‘ঘুহ্ণা’ (ঘুরনা) থেকে এসেছে, যা মাথা ঘোরা, তন্দ্রা, বা মাথা ঘোরা (মাথা ঘোরা) বোঝায়, যা সময়ের সাথে সাথে ঘুমের অর্থে বিকশিত হয়েছে। এটি সংস্কৃত মূল ‘ঘুহ্ণা’ (ঘুর)এর সাথে যুক্ত, যার অর্থ ঘুরানো বা ঘোরানো, যা ঘুমিয়ে পড়ার ঝাপসা বা ঘূর্ণায়মান অনুভূতির সাথে একটি অর্থগত সংযোগ নির্দেশ করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সাহাপুরের ভারত সেবাশ্রমে গ্যাসের বদলে উনুনে রান্নায় জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রান্নার গ্যাস না পেয়ে একশোরও বেশি আশ্রমের পড়ুয়া থেকে সন্ন্যাসী, সেবাইতদের খাওয়ারের আয়োজন শুরু হল কাঠ এবং খড়ি পুড়িয়ে। ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের মাঝেই পুরাতন মালদার সাহাপুরের ভারত সেবাশ্রমে রান্নার গ্যাস নাম মেলায় খাওয়ার তৈরিতেই সংকট দেখা দিয়েছে। আর তাতেই সমস্যায় পড়েছেন ভারত সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে তারা কাঠ ও খড়ির জোগাড় করে উনুনে রান্না কাজ শুরু করেছে ওই আশ্রম কর্তৃপক্ষ। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুর এলাকাতে রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ আশ্রমটি। কয়েক দশক পুরানো এই আশ্রমে অনাথ ও দুঃস্থদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি হোস্টেল রয়েছে। বর্তমানে সেই হোস্টেলে আবাসিকের সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। প্রতিদিন আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সেবাইত, মহারাজ ও পড়ুয়াদের সকালের জল খাওয়ার , দুপুর ও রাতের খাওয়ারের ব্যবস্থা রয়েছে। যা এতদিন রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে করা হতো। আচমকায় এই সংকট তৈরি হতেই যেন এখন দিশেহারা অবস্থা সংশ্লিষ্ট আশ্রম কর্তৃপক্ষের। ভারত সেবাশ্রমের একাংশ পড়ুয়াদের বক্তব্য, যেহেতু এটি গ্রামীণ এলাকা, তাই ৪৫ দিনের আগে রান্নার গ্যাস বুকিং হবে না। অথচ এই আশ্রমে প্রতি মাসে ২০টিরও বেশি রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের খাওয়ারের জোগানের ক্ষেত্রে এখন কাঠ এবং খড়ির ভরসা। ভারত সেবাশ্রমে স্কুল পড়ুয়া থেকে সন্ন্যাসী এবং সেবাইতদের এখন কষ্ট করেই এইসব রান্নার জ্বালানির উপকরণ জোগাড় করতে হচ্ছে। তাও নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে একটা সংকটজনক অবস্থা তৈরি হবে এই আশ্রমটিতে। সাহাপুর ভারত সেবাশ্রম সংঘের অধ্যক্ষ শিবসুন্দারানন্দ মহারাজ জানিয়েছেন, 'ছাত্র, সন্ন্যাসী ও সেবাইত মিলে প্রায় ১০০ জনের বেশি রয়েছেন। প্রতিদিন তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য রান্নার করতে মাসে ২০টির মতো গ্যাস সিলিন্ডার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সংকটে জেরে এখন তাঁরা রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন না। কারণ, গ্রামাঞ্চলে গ্যাস ডেলিভারির ৪৫ দিন আগে নতুন করে কোনও বুকিং হচ্ছে না। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন। তাই গ্যাসের পরিবর্তে কাঠের উনুনে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু কতদিন এভাবে চালাতে পারবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। এছাড়াও সামনে আশ্রমে রয়েছে বাসন্তী উৎসব। ওই সময় আশ্রমে কয়েক হাজার ভক্ত সমাগম ঘটে। তাদের জন্য খিচুরি ভোগ রান্না করতে অনেক গ্যাস সিলিন্ডার প্রয়োজন। বর্তমানে যা পরিস্থিতি চলছে তাতে এবছর পর্যাপ্ত গ্যাস সিলিন্ডার জোগাড় করতে পারবেন কিনা তা নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন। পুরাতন মালদার বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, 'সংশ্লিষ্ট আশ্রম কর্তৃপক্ষ সমস্যার বিষয়টি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। বাসন্তী পুজো উৎসবের যাতে কোনরকম সমস্যা না থাকে সেটিও অবশ্যই দেখব।'

পরিকাঠামো উন্নয়নে বদলে গেল কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নতুন পরিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়ে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করল হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতাল। হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে এখানে রোগী ভর্তির জন্য ৬০টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি চালু হয়েছে নতুন লিফট পরিষেবা এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা মোকাবিলায় জেনারেটর (ডিজিট) ব্যবস্থা। এই উদ্যোগে খুশি কামারপুকুর-সহ গোঘাট এলাকার মানুষজন। এতদিন হাসপাতালে বেডের সংখ্যা সীমিত থাকায় বহু রোগীকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। দূরদূরান্ত থেকে আসা অনেক রোগীই ভর্তি হতে না পেরে ভোগান্তির শিকার হতেন। নতুন করে ৬০টি বেড বাড়ানোর ফলে এখন আরও বেশি সংখ্যক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে কামারপুকুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবার নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাসপাতালে নতুন লিফট পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সুবিধা অনেকটাই বাড়বে। আগে রোগী বা তাদের পরিজনদের সিঁড়ি ভরসা করেই বিভিন্ন তলায় উঠতে হত, যা বিশেষ করে বয়স্ক বা গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য ছিল বেশ কষ্টকর। লিফট পরিষেবা চালু হওয়ায় সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটত। সেই সমস্যা দূর করতে জেনারেটর চালুর দাবি জানানো হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে তার সাংসদ তহবিল থেকে হাসপাতালের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে এখন বিদ্যুৎ চলে গেলেও হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিকভাবে চালু রাখা সম্ভব হবে। হাসপাতালের বিএমওএইচ অভিজিৎ ঘোষ বলেন, 'এলাকার মানুষের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। নতুন করে ৬০টি বেড বাড়ানো হয়েছে, লিফট পরিষেবা চালু হয়েছে এবং জেনারেটরের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এতে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া অনেক সহজ হবে এবং জরুরি পরিষেবাও আরও নিরবচ্ছিন্নভাবে চালানো সম্ভব হবে।' হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এক রোগীর আত্মীয় বিমলা ব্যানার্জী জানান,'আগে অনেক সময় বেড না পাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হত। এখন বেড বাড়ায় রোগীদের ভর্তি হওয়া সহজ হবে। লিফট চালু হওয়ায় বয়স্ক রোগীদেরও খুব সুবিধা হবে। হাসপাতালের এই উন্নয়নে আমরা খুবই খুশি।' সব মিলিয়ে, নতুন বেড, লিফট পরিষেবা এবং জেনারেটর চালু হওয়ার ফলে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিষেবায় বড়সড় উন্নতি হল বলেই মনে করছেন এলাকাবাসী। এতে গোঘাট ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া আরও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বড়নীলপুরে মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহরে চুরির ঘটনা যেন থামতেই চাইছে না। নতুনগঞ্জ ও অফিসার্স কলোনির পর এবার চুরির ঘটনা ঘটল বড়নীলপুর সুকান্তপল্লি এলাকায়। এবার চোরদের নিশানায় স্থানীয় একটি মন্দির। সুকান্তপল্লি করুণাময়ী কালী মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে কোনও এক সময়ে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। মন্দিরের নিত্য পুজো ও দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা এক স্থানীয় মহিলা জানান, শনিবার ভোর ৫ টা নাগাদ যখন তিনি বাগানে ফুল তুলতে যান। তখন দেখেন মন্দিরের দরজা খোলা। কৌতূহলবশত মন্দিরের সামনে যেতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দেখেন মন্দিরের দরজার তালা ভাঙা এবং ভেতরে সব লণ্ডভণ্ড। মা কালীর গায়ের সমস্ত সোনার গয়না ও গলার হার লুঠ হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের কাঁসার থালা ও পুজোর বাসনপত্র, প্রতিমার চুল ও সাজ ও চোরেরা তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। মন্দিরের সামনে একটি সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও স্থানীয়দের অভিযোগ, সেটি দীর্ঘ দিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

দুর্গাপুর থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে ব্রিগেডমুখী বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ব্রিগেড সমাবেশকে সামনে রেখে দুর্গাপুর থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে রওনা দিলেন বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। শনিবার ভোর থেকেই দুর্গাপুর রেল স্টেশনে জড়ো হতে শুরু করেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পাণ্ডবেশ্বর, আসানসোল-সহ একাধিক এলাকা থেকে দলীয় কর্মীরা দুর্গাপুর স্টেশনে এসে পৌঁছান। স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে স্টেশন চত্বর। দুর্গাপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দুর্গাপুর-হাওড়া স্পেশ্যাল ট্রেনে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তাঁরা। এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন লদণ চন্দ্র ঘড়ুই, জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত। অনেক কর্মীকে প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ পরে দেখা যায়। দলীয় কর্মী, সমর্থকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

'বাঘিনীর বাহিনী'র সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যে জুড়ে তৈরি করা 'বাঘিনীর বাহিনী'-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির এক সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল জামুড়িয়া দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। শনিবারের এই কর্মসূচিতে সাংগঠনিক বিভিন্ন আলোচনা ছাড়াও জেলা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে জামুড়িয়া দু'নম্বর ব্লকের 'বাঘিনীর বাহিনী' সভাপতি হিসেবে গোপীনাথ পাত্রের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।

হাড়োয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই জনের, ঘটনায় আশঙ্কাজনক আরও দুই। শনিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিগেরআটি পার্ক সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন বাইকে চেপে তিন যুবক। হাড়োয়া মাদারতলা রোড ধরে যেতে যেতেই ভোর চারটে নাগাদ হঠাৎই দৃশ্যমান কমে যাওয়ায় একটি ইঞ্জিনভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা মারে চলন্ত বাইক। ঘটনায় ২০ বছরের রমেন মণ্ডল, ১৯ বছরের ঈশান মণ্ডল, গুরুতর আহত হয়। তারপর কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্যে তাঁদেরকে দ্রুত উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা এই দুই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতরত আহত অবস্থায় চিকিৎসকেরা দু'জনকে অন্যত্র স্থানান্তর করেন। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা যায় এই দুই যুবকের ওড়িশার বিশাখাপত্তনামে কাজে যাওয়ার কথা ছিল। সেই মতো গতকাল তাঁদের ট্রেনের টিকিটও ছিল।

পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল তিন জন। ঘটনাটি ঘটেছে পানাগড় বাইপাসে পাঠানপাড়ার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর কলকাতাগামী রাস্তায়। জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যান দুর্গাপুরে মাছ খালি করে কলকাতা ফেরার পথে কাঁকসার পাঠান পাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি বাইকের পেছনে ধাক্কা মারে। সেখান থেকে বাইকটিকে টানতে টানতে প্রায় ৫০ মিটার দূরে নিয়ে গিয়ে একটি টেলারের পেছনে ধাক্কা মারে। বাইকের পেছনে ধাক্কা মারার সময় বাইক আরোহী রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত, হলেও প্রাণে বেঁচে যায়। অন্যদিকে পিকআপ ভ্যানের চালক এবং খালাসি গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় সকলেই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে কলকাতাগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, আদিবাসী ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন একটি সংস্থা)
সি এফ-২১৭/এ/১, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪

তপশিলী জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিনা ব্যয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণের সুযোগ

বিষয় :	শিক্ষাগত যোগ্যতা :
Self Employed Tailor (AMH/Q1947)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ

যোগ্যতা : বয়স ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর
পারিবারিক বার্ষিক আয় সর্বাধিক ৩,০০,০০০.০০ টাকা

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

জেলা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা	বিষয়	আসন সংখ্যা
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	Vill+PO- Chandkhali, PS- Canning, Block Canning-I, South 24 Parganas-743376 Sultangaunj, Gotalahat, PS-Bishnupur, Block - Bishnupur II, South 24 Parganas-743503	Self Employed Tailor	১৫০

অনলাইনে সরাসরি আবেদন করুন এই ঠিকানায় : https://www.wbbcdev.webstep.in/
বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন : (০৩৩) ৪০৬১৬৪৫৫ এবং ৯৬৭৪৮২৬৪৮১/ ৮০১৭০৯২০২৯ নম্বরে
আবেদনের শেষ তারিখ : ১৫ মার্চ ২০২৬
প্রকল্প রূপায়ণে-Dishaa Academy

ব্রিগেডমুখী আরামবাগের গেরুয়া শিবির

কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে ব্রিগেডের সভা ঘিরে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শনিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে আরামবাগ মহকুমার ছয়টি ব্লক থেকে কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থক যোগ দেন। সকাল থেকেই আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বাস ও ট্রেনে করে কর্মী-সমর্থকেরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দলীয় পতাকা, ব্যানার ও স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে যাত্রাপথ। অনেকেই ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শোনার জন্য। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠিতভাবে কর্মীদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মূলত প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন এবং আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মীদের কীভাবে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান, তা শোনার আগ্রহেই এত সংখ্যক কর্মী-সমর্থক ব্রিগেডে যান। এদিন ব্রিগেড ময়দানে বিজেপি সমর্থকদের বিশাল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'আরামবাগ মহকুমা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক আজ ব্রিগেডে উপস্থিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ দেখা গেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।' অন্যদিকে বিজেপি কর্মী কার্তিক দত্ত বলেন, 'আমরা অনেকেই ভোর থেকেই রওনা দিয়েছি। মোদীজির বক্তব্য শোনার জন্যই ব্রিগেডে এসেছি। বাংলায় পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই।' সব মিলিয়ে এদিন আরামবাগ মহকুমা থেকে সংখ্যক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে ব্রিগেডের সভা ঘিরে উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়।

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking
বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট ৪ [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৭.০১.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্যামল ধারা, পিতা নিমাই ধারা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬৪৬৬৭.৬০ টাকা ইউসিআই সহ (এক লাখ চৌযট্টি হাজার ছশো সাতষট্টি টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৬৪৬৬৭.৬০ টাকা ইউসিআই সহ** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
দোকান -**শ্রী শ্যামল ধারা** এর নামে, অবস্থিত মৌজা- পার্বতপুর, জেএল নং ২৬, এলআর প্লট নং -১৯২১, এলআর খতিয়ান নং ১২১০, পরাতাল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম-পো - পর্বতপুর, থানা : জামালপুর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবহগ - ৭১৩৪০৮ পরিমাপ এরিয়া ১.৫১ কাঠা বাস্তু জমি তদস্থিত ভবন।
খালি জমি **শ্রী শ্যামল ধারা** এর নামে, অবস্থিত মৌজা - পর্বতপুর, জেএল নং ২৬, এলআর প্লট নং ১২৩০ এবং ১২৩১স এলপি খতিয়ান নং ১২১০, পরাতাল ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম-পো : পর্বতপুর, থানা : জামালপুর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৪০৮, পরিমাপ এরিয়া ১১.৪৯৫ কাঠা।

তারিখ : ১১.০৩.২০২৬
স্থান : সাহাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

ব্রিগেড নিয়ে উচ্ছ্বাস পানাগড়ের পদ্ম শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বিজেপি। শনিবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে কলকাতার ব্রিগেডে সভার আয়োজন করে বিজেপি। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এবং রাজ্য নেতৃত্ব। শুক্রবার রাত থেকেই বিভিন্ন ট্রেনে এবং অন্যান্য যানবাহনে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। শনিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রেনে এবং বাসে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন বিজেপি কর্মীরা। সকাল থেকেই পানাগড় স্টেশনে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কাঁকসা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা স্লোগান দিতে দিতে স্টেশনে ঢোকেন। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এরপর পানাগড় স্টেশন থেকে বিভিন্ন ট্রেনে চেপে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন কর্মীরা। বিজেপি নেতা তথা বর্ধমান সদরের জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মা দাবি করেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সভায় ঐতিহাসিক ভিড় হচ্ছে। সভা মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী কি বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বাংলার মানুষ। তার দাবি বাংলায় এবার পরিবর্তন হচ্ছে নিশ্চিত। কারণ বাংলার মানুষ সেই বার্তায় দিয়েছে। রাজ্যের মানুষ পরিত্রাণ চাইছেন মমতা ব্যানার্জির থেকে। রাজ্যে পরিবর্তন নিশ্চিত এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭
পরিশিষ্ট ৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৩.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০৩.২০২৬ এবং ২৩.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম -মারোল, আন্ধেরী (ইস্ট), মুম্বই পরিমাপ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার, সুপার বিল্ট আর এরিয়া এবং দুই ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, সম্পত্তি **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি.** এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি **বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০,** এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই।	৩,৬১,০০,০০০.০০ টাকা	৩৬,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৫.০৩.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পুরুলিয়ার বরাভূম ও আনাড়া অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন করলেন মোদী

পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

দক্ষিণ পূর্ব রেলের পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনের বরাভূম ও আনাড়া অমৃত স্টেশনের এবং পুরুলিয়া, আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কলকাতার ব্রিগেডের সভা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন তিনি।

এদিন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে এই স্টেশনগুলির উন্নয়ন যাত্রীদের সুবিধা ও স্থানীয় প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে করা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আকর্ষণীয় ও আধুনিক প্রবেশদ্বার, আধুনিক অপেক্ষা কক্ষ, উন্নত প্ল্যাটফর্ম সুবিধা, আধুনিক শৌচাগার, পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, নির্দেশক সাইনেজ, উন্নত আলোকসজ্জা এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী সুবিধা। এসব ব্যবস্থার ফলে যাত্রীরা আরও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা পাবেন।' নতুন ১৪০২১/১৪০২২ পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি পুরুলিয়া থেকে আনন্দ বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। এই নতুন ট্রেন পরিষেবা ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং দিল্লী-র মধ্যে রেল সংযোগ আরও শক্তিশালী করবে। ট্রেন নং ১৪০২১ পুরুলিয়া, আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস প্রতি শুক্রবার বিকেল ৫ টায় পুরুলিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন ১১১০-এ আনন্দ বিহার টার্মিনালে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে ট্রেন নং ১৪০২২ আনন্দ বিহার টার্মিনাল, পুরুলিয়া এক্সপ্রেস প্রতি বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে যাত্রা শুরু করে পরের দিন ১০৪০ টায় পুরুলিয়া পৌঁছাবে। পথে ট্রেনটি মুড়ি, রাঁচি, লোহারদাগা, তোরি, বারওয়াদিহ, লাটেহার, ডালটনগঞ্জ, গড়ওয়াহ রোড, জাপলা, দেহেরিঅনসোন, শাসারাম, ভাবুয়া রোড, পণ্ডীত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, বারানসি, অযোধ্যা ক্যানটনমেন্ট, লখনৌ, বারেলি এবং মোরাদাবাদ স্টেশনে থামবে। পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল-পুরুলিয়া এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হওয়ার তারিখ পরে জানানো হবে বলে জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে আদ্রা বিভাগের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মুকেশ গুপ্ত জানান, 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির উন্নয়ন যাত্রীদের প্রয়োজন এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই উদ্যোগগুলির ফলে অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং যাত্রীদের আরও উন্নত রেল পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদ্রা বিভাগের অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার খগেন্দ্র নাথ ঘোষ, অমিত কঞ্চন, আদ্রা বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা-সহ অন্যান্যরা।

মোদীর ব্রিগেডের সভার সাফল্য কামনায় যজ্ঞ বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: নরেন্দ্র মোদীর ব্রিগেড সভা যাতে জনজোয়ারে ভাসে, সেই কামনা করে যজ্ঞ করেছিলেন আসানসোলের প্রভাবশালী বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ। সভাশেষে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, 'প্রত্যাশার থেকেও কয়েকগুণ বেশি সফল হয়েছে ব্রিগেড।'

উল্লেখ্য, এই সভা উপলক্ষে অন্যান্য জায়গার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য বরাকর থেকে এবং আসানসোল থেকে দুটি স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ট্রেনটি আসানসোল স্টেশন থেকে ছাড়ে শুক্রবার রাত দশটায়। দ্বিতীয় ট্রেন বরাকর স্টেশন থেকে আসানসোলে পৌঁছায় ওইদিন রাত দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে। এই দুই ট্রেনের যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য তিনি আসানসোল স্টেশনে শুক্রবার সন্ধ্যে থেকে চলে আসেন। শুধু তাই নয় দুই ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরার কোনও বিজেপি সমর্থকদের যাতে অসুবিধা না হয় বিজেপি নেতারা তার তদারকি করেন আসানসোল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটি ট্রেনের কামড়ায় স্বেচ্ছাসেবীদের দিয়ে সরবরাহ করা হয় রাত্রিকালীন খাবার এবং পানীয় জল। কৃষ্ণা প্রসাদ ছাড়াও আসানসোল স্টেশনে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, বিজেপি যুব নেতা অরিজিৎ রায়, বিজেপি নেতা প্রশান্ত চক্রবর্তী, আসানসোলের বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান দায়িত্বে থাকা সৌম্য দলুই। অপরদিকে বরাকর থেকে ট্রেনে করে যাত্রীদের সঙ্গে আসেন বিজেপির যুবনেতা কেশব পোদ্দার। ট্রেন ছাড়ার পর এরা প্রত্যেকেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যদিও এর আগেই কলকাতায় পৌঁছে যান ব্রিগেড সভার দায়িত্বে থাকা রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল, কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বর প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি।

চন্দননগর গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দেশ জুড়ে গ্যাসের আকাল। তারমধ্যেই মজুত ছিল সিলিন্ডার। এলাকাবাসীদের বারণ ছিল। থানা পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তারপরও মানেনি কর্তৃপক্ষ। চন্দননগর পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সুরেরপুকুরে ছাঁট মালের গোডাউনে ভয়াবহ আগুন। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, জনবসতি এলাকায় এই গোডাউনে আগেও আগুন লেগেছিল। ধোঁয়া আর শব্দে টেকা দায় হয়ে যায়। আগেও একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। রাতে আবারও হঠাৎই আগুন লাগে। প্রচণ্ড শব্দে সিলিন্ডার ফাটতে থাকে। আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। ভয়ে মানুষজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়েন।

দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বাসিন্দারা জানান, বড় বড় অক্সিজেন ও এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এসে লোহা কাটা হয়। ছাঁট মাল, লরি বোঝাই করে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থাকা কয়েকটি গাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল ও পাশের দুই নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহিত নন্দী উপস্থিত হন। কাউন্সিলর মোহিত নন্দী জানান, ঘটনার ফোন পেয়ে দমকলে খবর দেন তিনি। দমকল তৎপরতার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ করে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ডেপুটি মেয়র জানান, আগে কেউ তার কাছে অভিযোগ জানাননি। এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত হবে। যদিও স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'প্রায় আড়াইশো বাড়ির সই নিয়েছিলাম। তারপর থানায় গিয়েছিলাম। থানায় কিছু হয়নি। গোডাউন মালিক জানান, 'রমজান মাস চলায় ছ'টার পর আর কেউ থাকি না। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন। লোহার ছাঁট মাল ছিল।'

নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ইট ভাটার একটি ফাঁকা ঘর থেকে নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ থানার কালুতলা এলাকায়। হাসনাবাদ থানার কালিতলা এলাকার একটি ইটভাটার ভেতরে থাকা ফাঁকা ঘর থেকে শনিবার সকালে একটি ১০ বছরের নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান ভাটায় কাজ করা শ্রমিকরা। তারা ওই নাবালিকার পরিবারকে এবং থানায় খবর দিলে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে এই নাবালিকার মৃত্যু, সেই প্রশ্ন উঠছে। আত্মহত্যা? না কেউ খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে? সব দিকগুলো খতিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

তৃণমূলে যোগ পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রনাথ মোদী বঙ্গ সফরের দিনেই গেরুয়া শিবিরে ভাঙন। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার প্রধান রূপক পাঁজা। শনিবার দুর্গাপুরে জেলা তৃণমূলের কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে তিনি তৃণমূলের পতাকা তুলে নেন। এই যোগদানকে ঘিরে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর রূপক পাঁজা বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। বিশেষ করে তিনি বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সেখানে তিনি প্রত্যাশিত কাজের পরিবেশ পাননি। দলের ভিতরে নানা অসঙ্গতি ও অগণতান্ত্রিক আচরণ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি কয়লা ও বালি চুরির সঙ্গেও বিজেপির কিছু নেতার যোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন রূপক পাঁজা। রূপক পাঁজা বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রূপক পাঁজাকে দলে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে অনেকেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। রূপক পাঁজার মতো অভিজ্ঞ রাজনৈতিক কর্মী দলে যোগ দেওয়ায় সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।' সব মিলিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিম বর্ধমানে বিজেপির ভাঙন যে অব্যাহত রয়েছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

জামুড়িয়ার চারটি অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসন্ন ভোট সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করতে জেলা জুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি। ইতিমধ্যে জেলার ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের একাধিক জায়গায় প্রথম দফায় রুট মার্চ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ঠিক সেই আবহেই এদিন শনিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দা পড়াশিয়া, ডোবরানা এবং চিচুড়িয়া মোট চারটি অঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় দেখা গেল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রুট মার্চ করতে। সাথে জামুড়িয়া থানার কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ির বেশ কয়েকজন আধিকারিককে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানরা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও মোড় ঘুরে দেখেন এবং জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন।

ডিজিটাল প্রতারণায় কাটোয়ায় ধৃত ১ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত ঘোষহাট এলাকার একটি গাড়ি পার্কিং স্থানে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুরুলিয়ার সাইবার ক্রাইম থানার একটি পুলিশ দল। ধৃতের নাম বিমল কুমার পাটোয়ারি। শনিবার তাকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৫দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। জানা যায়, অভিযুক্ত এবং ওই চক্রটি ডিজিটাল অ্যারেস্ট-এর ভয় দেখিয়ে পুরুলিয়ার বলরামপুর থানা এলাকার এক বাসিন্দার কাছ থেকে ১৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। এই ঘটনায় প্রতারিত ব্যক্তিটি পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে সূত্রের ভিত্তিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত ঘোষহাট এলাকায় শুক্রবার অভিযান চালিয়ে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাস্তা নির্মাণের সূচনায় মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির সমাধানে নতুন করে রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের আঁধারিয়া অঞ্চলের বসন্তপুর বুথের সাতবিল্লি গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ রাস্তার বেহাল অবস্থা ছিল। ফলে নিত্যদিন যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল এলাকাবাসীদের। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হল। শনিবার প্রায় ৭০০ মিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজের শুভ সূচনা করা হয়। নারকেল ফাটিয়ে এই রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এদিন তিনি বলেন, 'এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করতে এই রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাস্তা তৈরি হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা অনেকটাই বাড়বে।' এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বন্দনা আখুলি, স্থানীয় ব্লক সভাপতি তারাচাঁদ হেমব্রম-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধিরা। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার সমাধান হতে চলায় এলাকাবাসীদের মধ্যেও খুশির পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বঙ্গ সফরের দিনেই কলকাতায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা বাড়িতে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পার্টি অফিসে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'একজন মহিলা মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তিনি দাবি করেন, এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এ ধরনের ঘটনার মাধ্যমে অশান্তির পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।

গ্যাসের সংকটের প্রতিবাদে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রান্নার গ্যাসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি এবং গ্যাস সরবরাহে অব্যবস্থার প্রতিবাদে সরব হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস। শনিবার জেলার বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, তপন এবং হরিরামপুর-সহ বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন কংগ্রেস কর্মীরা। কেন্দ্রের ভুল বিদেশ নীতির কারণেই সাধারণ মানুষকে এই চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে কংগ্রেস সমর্থকরা জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ জানানো হয়। এর ফলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল থমকে যায়। খবর পেয়ে প্রতিটি ব্লকের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরবর্তীতে পুলিশি হস্তক্ষেপে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের দোহাই দিয়ে কেন্দ্র সরকার সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। বিশেষ করে রান্নার গ্যাসের আকাশছোঁয়া দাম মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের হেঁশেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্যাসের সঠিক সরবরাহের অভাব, কালোবাজারি যা মানুষের হয়রানি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপাল দেব কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, 'সারা ভারতবর্ষে আজ এক অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। একদিকে গ্যাসের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে পেট্রোলের দামও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। মূলত সরকারের ভুল পররাষ্ট্রনীতির খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদেই আজ আমরা জেলাজুড়ে আন্দোলনে নেমেছি।' অন্যদিকে, আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যাতে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর ছিল জেলা পুলিশের।

শুরু হল অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমানের ক্ষুদ্র জনপদ অগ্রদ্বীপ। এই অঞ্চলটি গোপীনাথ এবং বৈষ্ণব সাধক গোবিন্দ ঘোষের কারণে খ্যাত। ফি-বছরই চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে এখানে মেলা বসে। এই মেলাটি অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মেলা নামে পরিচিত। এই মেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন সাধক গোবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর আরাধ্য গোপীনাথ।

প্রায় ৪৫০ বছরে পুরানো এই গোপীনাথের মেলা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্মৃতি বিজড়িত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। ভাগীরথীর তীরে অগ্রদ্বীপ গ্রামে গোপীনাথের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ। মহাপ্রভু নীলাচলে যাত্রার সময় আরও একজন শিষ্যের সঙ্গে ছিলেন গোবিন্দ ঘোষ। ভাগীরথী তীরে এসেছিলেন মহাপ্রভু। তারপর সকলেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেও মহাপ্রভুর নির্দেশে অগ্রদ্বীপে থেকে যান গোবিন্দ ঘোষ। তিনি গোপীনাথের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। কথিত আছে, গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর আগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া তিনিই করবেন। সেই থেকে প্রথা মেনে প্রতিবছর চৈত্রমাসের একাদশী তিথিতে গোবিন্দ ঘোষের প্রয়াণ দিবসে গোপীনাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিকে বের করে আনা হয় গোবিন্দ ঘোষের সমাধিক্ষেত্রে। গোপীনাথ মন্দিরের পাশেই রয়েছে গোবিন্দ ঘোষের সমাধিস্থল। গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ঘিরে অগ্রদ্বীপ গ্রামে প্রতিবছর মেলা বসে।

মধ্যপ্রদেশে এলপিজি সঙ্কট তীব্র, বন্ধের মুখে প্রায় ৫০ হাজার হোটেল-রেস্তোরাঁ

ভোপাল, ১৪ মার্চ: মধ্যপ্রদেশে রান্নার গ্যাস (এলপিজি) সঙ্কট ক্রমেই গভীর হচ্ছে। বিগত পাঁচ দিন ধরে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় রাজ্যজুড়ে প্রায় ৫০ হাজার হোটেল ও রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার মুখে পড়েছে। ভোপাল, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও ছিন্দওয়ারা-সহ একাধিক শহরে গ্যাসের জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে। কোথাও গ্যাস গুদামের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ছে, আবার কোথাও পুলিশি নজরদারিতে সিলিন্ডার বিতরণ করতে হচ্ছে। অনেক হোটেল ও খাবারের দোকানগুলি বাধ্য হয়ে কাঠ, কয়লা বা ডিজেল চুল্লিতে রান্না করছে।

ভোপালের গান্ধি মেডিক্যাল কলেজেও এই সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে। কলেজের ১৬টি হোস্টেল মেস, জেডিএ ক্যান্টিন এবং রোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় রান্নাঘরে গ্যাসের মজুত মাত্র দুদিনের জন্য রয়েছে। বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বুকিং করলে প্রায় ২৫ দিনের অপেক্ষার সময় দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে রায়সেনে গ্যাস না পেয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ সাগর রোডের একটি গ্যাস এজেন্সির সামনে রাস্তা অবরোধ করেন। বহু মহিলা এই বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে এসডিএম মনীশ শর্মা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এজেন্সি কর্তৃপক্ষকে তিরস্কার করে বিতরণ শুরু করান। ছিন্দওয়ারায় প্রশাসনকে পুলিশি নজরদারিতে সিলিন্ডার বিতরণ করতে হচ্ছে। গোয়ালিয়রে বিয়ে ও অনুষ্ঠানে ডিজেল চুল্লি , কাঠ ও কয়লার চুল্লিতে রান্না করা হচ্ছে। ইন্দোরের বিখ্যাত সরাফা বাজারের ফুড হাবেও গ্যাস সঙ্কটের প্রভাব পড়েছে। অনেক দোকানদার ইন্ডাকশন চুল্লি ও ইলেকট্রিক গ্রিলে খাবার তৈরি করছেন। অন্যদিকে জব্বলপুরে ও দমোহে গ্যাস এজেন্সির সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। অনেক জায়গায় হোম ডেলিভারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রাহকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের দাবি, রাজ্যে গ্যাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং ট্রাক দেরিতে পৌঁছনোর কারণে সরবরাহে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। তবে মাটির স্তরে পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয়। বাণিজ্যিক গ্যাসের ঘাটতিতে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং ও স্ট্রিট ফুড ব্যবসা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে আজ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক ডিএমকের

চেন্নাই, ১৪ মার্চ: তামিলনাড়ুতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। রাজ্যের শাসক দল দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগম (ডিএমকে)-এর নেতৃত্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোট কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে রবিবার (১৫ মার্চ) রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে।

জোটের অভিযোগ, কেন্দ্রের নীতি ও ভুল বিদেশনীতি কারণে গৃহস্থালি এবং বাণিজ্যিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। এর প্রভাব শুধু সাধারণ গ্রাহকদের উপর নয়, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেও পড়ছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে বহু ছোট ব্যবসা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে বলে তারা দাবি করেছে।

শনিবার জোটের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে এই বিষয়ে কেন্দ্রের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ে স্পষ্ট পদক্ষেপ বা সংসদে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ডিএমকে নেতৃত্বাধীন জোট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও তুলেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত তহবিল আটকে রাখা, মনরেগা প্রকল্পের অর্থ প্রদানে বিলম্ব, পানীয়জল পাইপলাইন প্রকল্পে অর্থ ছাড় না করা এবং মাদুরাই ও কোয়েম্বাটুর মেট্রো রেল প্রকল্পে জটিলতা তৈরির মতো একাধিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া হোসুর বিমানবন্দর প্রকল্পে বিলম্ব এবং তিন-ভাষা নীতির নামে তামিল ভাষাকে উপেক্ষা করার অভিযোগও করেছে জোট। ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে তামিলনাড়ুর সব জেলায় পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এতে ডিএমকে ও তাদের সঙ্গী জোটের সাংসদ, বিধায়ক, দলীয় নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষ অংশ নেবেন।

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Repairing of Electrical wiring and installations of different type light fittings and fixtures and allied Electrical works at Newtown Rajarhat Fire station, Kolkata-700156."
Tender No: **WBPWD/AE/BESD-I/e-NIT-25/25-26** & e-Tender ID No. **2026_WBPWD_1022949_1.** Document Download Closing Date: **23.03.2026 up to 15.00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

Sd/- Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Sub-Division-I

সোনম ওয়াংচুককে মুক্তির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: পরিবেশকর্মী তথা শিক্ষা সংস্কারক সোনম ওয়াংচুককে মুক্ত করার নির্দেশিকা জারি করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। যা প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ হিসাবে দাবি করেছিল সরকার। শনিবার এক বিবৃতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, লাদাখে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ বজায় রাখতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাতে সকল পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক ও অর্থবহ আলোচনা সহজতর হবে। এ দিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লাদাখে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক ও অর্থবহ আলাপচারিতার পথ সুগম করার লক্ষ্যে, শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এই লক্ষ্যে যথাযথ বিবেচনার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সোনম ওয়াংচুককে আটক করে রাখার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাদাখের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সুরক্ষাকবচ দিতে সরকার তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ সমাজের পক্ষে বনধ, বিক্ষোভ ক্ষতিকর। লাদাখের পর্যটন, শিক্ষা, চাকরি সব ক্ষেত্রেই তা বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সোনমকে আটক করেছিল কেন্দ্র। বলা হয়েছিল, তিনি 'অশান্তিতে মদত' দিয়েছেন। সোনমের আটককে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান তাঁর স্ত্রী। অভিযোগ, বেআইনি ভাবে তাঁকে আটক করা হয়েছে। সেসময় শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছিল, নেপাল এবং বাংলাদেশের মতো ভারতেও তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভ গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিলেন সোনম। তাতে মদত দিচ্ছিলেন। এ বার সেই মামলাতেই সোনমকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

দু'দিনের সফরে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

গুয়াহাটি, ১৪ মার্চ: দু'দিনের সফরসূচি নিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ শনিবার শেষ বিকালে বড়ঝাড়ে অবস্থিত গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমনবন্দরে অবতরণ করলে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, সাংসদ কামাখ্যপ্রসাদ তাসা অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকিয়া প্রমুখ। জানা গিয়েছে, দুদিনের সফরে রাজ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন অমিত শাহ। বিমানবন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান কইনাধরায় রাজ্য অতিথিশালায়। দু'দিনের সফরকালে সেখানেই অবস্থান করবেন তিনি। আজ রবিবার সকালে গুয়াহাটিতে প্রাগজ্যোতিষ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নবনির্মিত এই মেডিক্যাল কলেজটি অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো ও চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগকে উল্লেখ যোগ্যভাবে উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর পর তিনি বিজেপির যুব সংগঠন ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার উদ্যোগে খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত একটি বিশেষ যুব সম্মেলনে অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন যুবমোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্যা। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় কর্মী ও যুব নেতারা অংশগ্রহণ করবেন। সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও যুবসম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে সম্মেলনে।

এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড আউটলেট চালু

নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ: লিভপুর রাজধানীতে এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড আউটলেট চালু করার মাধ্যমে তাদের খুচরো বিক্রয় কেন্দ্রের পরিধি প্রসারিত করল, এর ফলে স্মার্ট হোম সলিউশন বা গৃহস্থালি জিনিস আরও সহজে মিলবে। গ্রাহকদের সুস্থতা ও কল্যাণে নিবেদিত ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ত গ্রাহক-কেন্দ্রিক ব্র্যান্ড,লিভপুর শনিবার নয়াদিল্লিতে তাদের সর্বশেষ 'এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড আউটলেট' চালু করার ঘোষণা করেছে। এটি স্টোরের ভেতরে এমন এক সুন্দর ও নিমগ্ন অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা পরিবারগুলোকে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

পাক ড্রোন ঘিরে আতঙ্ক, সাম্বা সীমান্তে ব্যাপক তল্লাশি

জম্মু, ১৪ মার্চ: আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে একটি পাকিস্তানি ড্রোন ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করার পর শনিবার জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলার একাধিক সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে রামগড় সেক্টরের কন্দ্রাল, আবতাল এবং বাহাদুরপুর গ্রামের ওপর কয়েক মিনিটের জন্য পাকিস্তানি ড্রোনের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। এরপরই পুরো এলাকা কড়া নজরদারিতে রাখা হয় এবং শনিবার সকাল হতেই শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। ড্রোনটির মাধ্যমে সীমান্তর ওপার থেকে কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা মাদক পাচার করা হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করতেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত দু'দিনে আরএস পুরা সেক্টরের সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলোতে ড্রোনের মাধ্যমে হেরোইন পাচারের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। নিরাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যেই সেখান থেকে ৩.৫ কেজিরও বেশি হেরোইন উদ্ধার করেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য ২০ কোটি টাকারও বেশি। শুক্রবার আরএস পুরা সেক্টরে এই মাদক উদ্ধারের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই পাচারকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। সাম্বা সেক্টরেও ড্রোন মারফত এই ধরনের কোনও নাশকতামূলক কাজ বা মাদক পাচারের চেষ্টা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা।

OFFICE OF THE DANGAPARA GRAM PANCHAYAT UNDERMURSHIDABAD-JIAGANJ DEV. BLOCK RAMPUR, HASANPUR, MURSHIDABAD, PIN-742302
e-mail: dangapara.gp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) No: **12/DGP/2025-26 (1st Call), Dated: 05-03-2026.** The last-date for online submission of tenderis **20-03-2026 (Firday) upto 13:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Nasima Khatun (Prodhan, DangaparaG.P.

Tender Notice

Secretary of the managing committee of **Nabadwip Bakultala High School,** Netaji Subhas Road, Nabadwip, Nadia invites sealed tender **for supplying scientific (Physics) laboratory materials** from the reputed and registered agencies with valid documents. Willing agencies may come to the school from 11 a.m. to 3 p.m. on all working days to look at the detailed list of items to be purchased, walled up on the school notice board and sealed bids must be submitted to the drop box kept at the school office only by hand within **3 p.m. by 27/03/2026**. The bids will be opened at 4 p.m. on the same day **(27/03/2026)**. Tenders received after the due date and time will not be considered.

Tender Notice

Secretary of the managing committee of **Nabadwip Bakultala High School**, Netaji Subhas Road, Nabadwip, Nadia invites sealed tender **for supplying scientific (Chemistry) laboratory materials** from the reputed and registered agencies with valid documents. Willing agencies may come to the school from 11 a.m. to 3 p.m. on all working days to look at the detailed list of items to be purchased, walled up on the school notice board and sealed bids must be submitted to the drop box kept at the school office only by hand within 3 p.m. by **27/03/2026.** The bids will be opened at 4 p.m. on the same day **(27/03/2026).** Tenders received after the due date and time will not be considered.

Tender Notice

Secretary of the managing committee of **Nabadwip Bakultala High School,** Netaji Subhas Road, Nabadwip, Nadia invites sealed tender **for supplying scientific (Biological Sciences) laboratory materials** from the reputed and registered agencies with valid documents. Willing agencies may come to the school from 11 a.m. to 3 p.m. on all working days to look at the detailed list of items to be purchased, walled up on the school notice board and sealed bids must be submitted to the drop box kept at the school office only by hand within 3 p.m. by **27/03/2026**. The bids will be opened at 4 p.m. on the same day **(27/03/2026).** Tenders received after the due date and time will not be considered.

Tender Notice

Secretary of the managing committee of **Nabadwip Bakultala High School**, Netaji Subhas Road, Nabadwip, Nadia invites sealed tender **for supplying scientific (Geography, Chemistry and Biological Sciences) laboratory materials** from the reputed and registered agencies with valid documents. Willing agencies may come to the school from 11 a.m. to 3 p.m. on all working days to look at the detailed list of items to be purchased, walled up on the school notice board and sealed bids must be submitted to the drop box kept at the school office only by hand within **3 p.m. by 27/03/2026.** The bids will be opened at 4 p.m. on the same day **(27/03/2026)**. Tenders received after the due date and time will not be considered.

তামিলনাড়ুতে বাড়ছে তাপমাত্রা, কিছু জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

চেন্নাই, ১৪ মার্চ: বিগত এক সপ্তাহ ধরে তামিলনাড়ুতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে কারুরে ৩৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেলোরে ও সালেমে ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মাদুরাইতে ৩৭ ডিগ্রি, তিরুচিরাপল্লী (ত্রিচি) ৩৬ ডিগ্রি, ইরোডে ৩৬.৮ ডিগ্রি, ধর্মপুরীতে ৩৬.৫ ডিগ্রি এবং তিরুপাত্তুরে ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। চেন্নাইয়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মীনাম্বক্কামে ৩৪.৩ ডিগ্রি এবং নুঙ্গাম্বক্কামে ৩২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস নথিভুক্ত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রার এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে এবং কিছু জায়গায় তাপমাত্রা আরও প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এদিকে লক্ষদ্বীপ এবং সংলগ্ন কন্যাকুমারী উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চলের উপর নিম্নস্তরে একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। একইভাবে মান্নার উপসাগর ও সংলগ্ন এলাকাতেও আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে ১৪ ও ১৫ মার্চ রামানাথপুরম এবং তুতিকোরিন (থুথুকুডি) জেলায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ১৬ মার্চও এই দুই জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে চেন্নাই আবহাওয়া দপ্তর। ১৭ মার্চ দক্ষিণ তামিলনাড়ু এবং উত্তর অভ্যন্তরীণ জেলার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তর উপকূলীয় তামিলনাড়ুর অধিকাংশ এলাকায় আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনাই বেশি। চেন্নাই ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

ময়দান

সুনীলের বিরুদ্ধে ড্র করেও শীর্ষেই রইল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠের দাপটে আইএসএলের এই মরশুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচেও জয় ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ছিল মোহনবাগান। গতবারের হার ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল সের্জিও লোবেরার দল। তবে প্রথম চার ম্যাচে জয়ের পর বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পয়েন্ট হারালো মোহনবাগান। বেঙ্গালুরুর রক্ষণের দেওয়াল ভাঙতে পারলেন না দিমি-ম্যাকারা। ম্যাচের ফলাফল গোলশূন্য ড্র। একাধিক সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে পারলেন না দিমিত্রি পেত্রাতোস। প্রথমার্ধের শুরুর ১৫ মিনিট তেমন ছন্দে ছিলেন না দিমি-ম্যাকলারেনরা। বাকি ম্যাচ জুড়ে দাপটে খেলে বাগান শিবির। বেঙ্গালুরু বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করছিল। তবে কোচ রেনেডি সিং -এর বেঙ্গালুরু রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলছিল। শক্তিশালী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট নিয়েই যেন সন্তুষ্ট থাকতে চান সুনীলরা। ম্যাচের শুরুতেই বক্সের ভিতর বল পেয়ে যায় রায়ান উইলিয়ামস। তাঁর শট বাঁচিয়ে দেন বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথ। তখন বাগানের মাঝমাঠ থিতু হয়নি। ১৫ মিনিটের পর থেকে অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়ারা চাপ বাড়াতে শুরু করলেন। জেমি ম্যাকলারেন বল পেলেও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। দুই প্রান্ত থেকে লিস্টন কোলাসো ও মনবীর সিংহ বারবার আক্রমণে উঠছিলেন। লিস্টনের ভুলে সেই সুযোগগুলিও হাতছাড়া হয়।

কেরালার বিরুদ্ধে ড্র, যুবভারতীতে 'গো ব্যাক অস্কার' স্লোগান সমর্থকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে আবারও কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারল না ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে অতিরিক্ত সময় চলাকালীন গোল করে সমতায় ফেরে কেরালা। জেতা ম্যাচ যুবভারতীতে ১-১ গোলে ড্র ইস্টবেঙ্গলের। এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। সেই সঙ্গে যে মানের ফুটবল খেললো লাল-হলুদ ব্রিগেড তা নিয়ে কোচ অস্কার ব্রুঁজো খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। ১৩ হাজারেরও বেশি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা হতাশ হয়ে ম্যাচ শেষে 'গো ব্যাক অস্কার' স্লোগান দিলেন। কোচ অস্কারের বিদায় চাইছেন সমর্থকরা। ম্যাচের শুরু থেকেই দু' দলই হতাশাজনক ফুটবল খেলা শুরু করে। সউল খেলেন প্রথম একাদশে। প্রত্যাশা মতোই পিভি বিষ্ণুকে লেফট ব্যাকে খেলান অস্কার। ম্যাচের শুরুতেই সুযোগ পেয়ে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৯ মিনিটে রশিদ পাস দেন এডমুন্ডকে। বল পেয়ে এডমুন্ড ক্রস বাড়ায় ইউসেফকে। কেরালার ডিফেন্ডার আইবান বক্সের ভিতর ফাউল করেন ইউসেফকে। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড এজ্জেজ্জারি। গোল করার পর ডাগআউটে এসে কোচ অস্কারকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। হয়তো মাঠে নামার আগে কোচকে গোল করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তিনি। কেরালাও খুব একটা জোরালো আক্রমণ করেনি। ১৮ মিনিটে বিপিন ক্রস বাড়ায় ইউসেফকে। সেখান থেকে পিছনে থাকা সউল ক্রেস্পোকে ব্যাক পাস দেন তিনি। সউলের শট গোলপোস্টের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। ২৫ মিনিটে সুযোগ তৈরি করে কেরালা ব্লাস্টার্স। কেভিন ইয়োক ইস্টবেঙ্গলের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শট নেন, বাঁচিয়ে দেন লাল-হলুদ গোলকিপার গিল। ৪৩ মিনিটে কর্ণার কেরালার ইবিনদাসের কর্ণার থেকে ফাল্লোওর হেড গোলে রাখতে পারলেন না। ৫২ মিনিটে এডমুন্ড পাস দেন এজ্জেজ্জারিকে, সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন তিনি। এরপরই ক্রেস্পোকে তুলে সৌভিককে নামালেন। ৬৫ মিনিটে এডমুন্ডকে তুলে জয় গুপ্তাকে নামালেন কোচ অস্কার। বিষ্ণুকে উইংয়ে পাঠিয়ে জয় গুপ্তা লেফট ব্যাকে চলে গেলেন। ৭৫ মিনিটে আবারও সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। ইউসেফের দূরপাল্লার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। একের পর এক সুযোগ নষ্ট করতে থাকে দু' দলই। অতিরিক্ত সময়ে আজসলের গোলে সমতায় ফিরল কেরালা ব্লাস্টার্স। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা গো ব্যাক অস্কার স্লোগান দিল, টিম বাস বেরোনোর সময়েও ক্ষুব্ধ লাল-হলুদ জনতা।

এনসি চ্যাটার্জি টুর্নামেন্টে সহজ জয় বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের

ম্যাচের সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্তকুমার মল্লিক।

নিজস্ব প্রতিবেদন: সল্ট লেকের জে ইউ মাঠে অনুষ্ঠিত এন সি চ্যাটার্জি টুর্নামেন্টে দাপুটে জয় তুলে নিল বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। নির্ধারিত ২০ ওভারের ম্যাচে তারা ৬৪ রানে পরাজিত করল ডব্লিউ বি অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেফ দলকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে তোলে। দলের ব্যাটাররা শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রান তোলেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ডব্লিউ বি অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেফ নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১১৭ রান তুলতে পারে। বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বোলাররা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের রান তোলার গতি আটকে দেন। ফলে শেষ পর্যন্ত ৬৪ রানের বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব। এই জয়ের ফলে এন সি চ্যাটার্জি টুর্নামেন্টে দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়ল বলেই মনে করছেন ক্রিকেট মহল। ম্যাচের সেরার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিএবি পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্তকুমার মল্লিক।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

রবিবার • ১৫ মার্চ ২০২৬ • পেজ ৮

স্বরাজ স্বর্গ মাতৃভূমির আদর্শ দেশপ্রেমিকের শক্তি বীরভোগ্যা বসুন্ধরা

বেবি চক্রবর্তী

প্রচলিত ছিল মহারাজ বীরভদ্র নির্ধারিত দিনে শিকারের জন্য যাত্রা করলেন। অনবদ্য শিকারি হিসাবে তিনি সর্বজন বিদিত। কিছুকাল আগেও তিনি শিকারে গিয়েছিলেন। তা ছিল নেহাতই নিজের দক্ষতাকে শাণিত করার প্রয়োজনে। কিন্তু এবারে বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আর প্রজাদের মঙ্গলসাধনের সৎ ইচ্ছায় তিনি তার রাজধানী 'বসুন্ধরা' পুরনগরীকে যথাসম্ভব আধুনিক করে তুলেছেন। তার মানসনগরী বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি যেমন তার প্রজাদের কাছ থেকে সম্ভ্রম ও আনুগত্য আদায় করেছেন, তেমনই ভিনদেশী রাজন্যবর্গের ঈর্ষাও তাকে আমোদিত করেছে। রাজধানী ব্যতীত রাজ্যব্যাপী তার নগরায়নের পরিকল্পনাও কারও অজানা নয়। এ হেন রাজ্যে খোদ রাজধানীতে অযাচিত এক উপদ্রবের সূত্রপাত হয়েছে, যাতে মহারাজ বীরভদ্রের গর্ব আহত। এরপর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত। একদল ঘোড়সওয়ার যাযাবর ব্যবসায়ী এক দেশ থেকে আরেক দেশের উদ্দেশ্যে চলেছে। সঙ্গে তাদের পণ্যসামগ্রী। এখন যে পথ দিয়ে তারা চলছে সেই পথ খুব রুক্ষ। জলের আভাষটুকুও নেই। পথে তাদের নজরে এলো এক মৃত নগরের ভগ্ন তোরণদ্বার। তার ফলকে উৎকীর্ণ 'বসুন্ধরা'।

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র প্রকৃত অর্থ একটি শ্রেষ্ঠতম বা মূল্যবান বসুন্ধরা বা মানুষ যার মধ্যে বীরত্ব বা ধৈর্য উপস্থিত। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ব্যক্তিগত, মানসিক বা শারীরিক স্বপ্নসমূহ অর্জন করার জন্য দৃঢ়তার সাথে চালিত হয়ে থাকেন। 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা' -এটি শ্রীমদ্ভগবদ গীতা থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি শ্রীমদ্ভগবদ গীতার অধ্যায় ২ (দুই) শ্লোক ৩৭ -এ এর একটি অন্তর্নিহিত উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে নিহত তুমি স্বর্গ জয় করবে, জয়ী তুমি পৃথিবী উপভোগ করবে; তাই হে কুন্তীর পুত্র, যুদ্ধের সংকল্প করে উঠুন। তখনকার দিনে দেশপ্রেমিকদের কাছে 'আনন্দমঠ' ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'স্বরাজ গীতা'। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে ঋষি বঙ্কিম দেশাত্মবোধকে আধ্যাত্মিক বোধে উন্নীত করেছিলেন।'আনন্দমঠ'- এর সন্ন্যাসী-সন্তানদের কাছে দেশই হল তাদের মা, দেশই তাদের উপাস্য দেবী, মা দুর্গা। তাই ভবানন্দ সন্ন্যাসীর মুখে আমরা শুনতে পাই, 'আমরা দেশ ছাড়া অন্য মা মানি না- জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, তিনিই আমাদের দুর্গা, সর্বশক্তির আধার। তাই বলি তুমি যে হও, ভারতবাসী হইলেই মায়ের সন্তান, আমার ভাই; আর তুমি আমি সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি।' বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেশপ্রেমকে ধর্মে এবং ধর্মকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছেন।দেশাত্মবোধই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার 'কমলাকান্তের দপ্তর' উপন্যাসে 'আমার দুর্গোৎসব' খন্ডে সর্বপ্রথম তিনি জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন করান। আনন্দমঠে এরপর ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে মায়ের তিনটি মূর্তি দর্শন করান। এক, মা যাহা ছিলেন। দুই, মা যাহা হইয়াছেন। তিন, মা যাহা হইবেন। অর্থাৎ দেশমাতৃকার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ রূপ ; জগদ্ধাত্রী, কালী এবং দুর্গা। অতীতে ভারতমাতা শস্য-শ্যামলা, সম্পদশালীনি, কলা, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই তিনি ছিলেন জগদ্ধাত্রী ; গৌরবোজ্জ্বল অতীত ভারতবর্ষের প্রতীক। আর তৎকালীন পরাধীন ভারত এবং বর্তমানের দুর্দশাগ্রস্ত ভারত হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা, রুধির সিক্তা, কঙ্কাল-মালিনী মা কালী। আর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ হলেন মা দুর্গা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সেই মা দুর্গার বর্ণনা এমনতরো, অহেন্দ্র দেখিলেন এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দির মধ্যে সুবর্ণ নির্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন। দশ ভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধ রূপে নানা শক্তি শোভিত। পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা নানা প্রহরণ ধারিনী, শত্রু বিমর্দিনি, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিনি, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, সঙ্গে বলরূপি কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধি রূপি গণেশ।দ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় এটিই হল ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের ছবি ; শক্তি রূপিনি দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা। আর এই ছবি বাস্তবায়িত করিবার মানসেই হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা ধর্ম সংরক্ষণ পূর্বক পরম বৈভবশালী হিন্দুরাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের জন্য ইশ্বরের নিকট বীরব্রত চাইছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটিই হিন্দুরাষ্ট্রবাদের মূল কথা। অতএব একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মা দুর্গাই ভারত মাতা, ভারত-ভারতী। এবং দেশসেবা, দেশাত্মবোধ, আধ্যাত্মিকতা, ভারত-আত্মা সমার্থক এবং সমসূত্রে গ্রথিত। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, প্রণবানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি ভারত মনীষী তথা বাংলার বীর সন্তানদের চিন্তন -মনন -কথনের মূল সুর একই ঐক্যতানে ঝংকৃত। আর তা হল রাষ্ট্রসাধনা, মাতৃসাধনা, ধর্ম, দেশপ্রেম, আধ্যাত্ম সাধনা। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা ভারত-মনীষার এই স্বপ্নকে সাকার রূপ প্রদানের জন্য রাষ্ট্র সাধনা করে চলেছেন।

পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলা মুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদিত মনীষীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রগণ্য এবং পথিকৃৎ। তাঁরই স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সেই যুগে হাজার হাজার যুবক, নর-নারী ভারত মাতার মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বিপ্লবীদের যেকোনো ঘাঁটিতে তল্লাশির সময়ে স্বামীজীর লেখা কোন না কোন বই পাওয়া যেত। বিপ্লবীদের শিয়রে টাঙানো থাকতো 'সাইক্লোনিক হিন্দু দ্বদ্র:দ্ধ'-এর ছবি আর সেখানে লেখা থাকতো তউত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।দ ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন বীরের মতো এগিয়ে যাও, সিদ্ধিলাভ আমরা করবই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের নেতা। তিনি ধর্ম ও কর্মের দ্বারা এমন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যারা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। তিনি বলেছিলেন, 'জন্ম হইতেই তোমরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।দ প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দের প্রতিমূর্তি দেখতে পাই। ভবানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন, তঅন্য সব দেবতাকে ভুলে আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্যা দেবী হউন।'

সেইসময় মুক্তি আন্দোলনের নেতারাও স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করতেন। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দলে দলে তারা শ্রীমা সারদা দেবীকে প্রণাম করতে আসতেন। শ্রীমা বলেছেন, 'সকলেই বলছে তারা স্বামীজীর শিষ্য।' তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া মন্ত্র, শিব জ্ঞানে জীব সেবাত-র আদর্শ রূপায়িত করবার জন্য তিনি সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সূচনা করেন। রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসীদের একমাত্র ব্রত মানুষের সেবা যা আজও প্রবহমান। রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল একথা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায়। স্বামীজীর লেখা 'বর্তমান ভারত' রচনাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা আমরা দেখতে পাই। স্বামীজী দেশ বলতে দেশের মানুষকে বুঝতেন। ভারতমাতার সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করে তিনদিন ধরে স্বামীজি মা ভগবতীর অখন্ড সাধনায় নিমগ্ন হলেন। মা ভগবতী অর্থাৎ মা দুর্গা। ভারত মাতার মানচিত্র উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম তার ধ্যান নেত্রে চিত্রপটের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তার মানস চোখে ধরা দিল 'নতুন ভারত। অর্থাৎ স্বামীজীর ভাবনাতেও সেই মা দুর্গাই ভারতমাতা, স্বদেশ মাতা, ভারত ভূমি। হিন্দুত্ববাদীদের নিকট তাই স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শ পুরুষ।

এখানে একজন মহাপুরুষের কথা বিবৃত করব যাকে অগ্নিপুরুষ, শক্তি পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ বা আধ্যাত্ম পুরুষ; কোন বিশেষণেই পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না। তিনি ঋষি অরবিন্দ, পূর্বাশ্রমের নাম শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীনই ভারত আত্মার মুক্তির জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলে ভাষণ দেন। আইএএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বরদা কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। বরদা কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীনই বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। পরে ভগিনী নিবেদিতার সহায়তায় কলকাতাতে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। পরে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রর অনুশীলন সমিতির সহ সভাপতি হন। ভারত মাতাকে শৃঙ্খলা মুক্ত করার কাজকে তিনি ঐশ্বরিক কাজ বলে মনে করতেন। তিনি আরো বলতেন মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের জন্য চাই দেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদক থাকাকালীন তিনি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে। মৃন্ময়ী মাতৃভূমিকে তিনি চিন্ময়ী মাতৃরূপে দেখতেন। তার কাছে দেশমাতাই ছিল দেবি দুর্গা। রাষ্ট্র সাধনাকে তিনি শক্তিপূজা, দেশমাতৃকার পূজা মনে করতেন। সত্যি বলতে কি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কল্পিতচরিত্র সন্ন্যাসী নেতা, সন্তান দলের পুরোধা, মঠ অধিপতি, দেশভক্ত সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনবেদের বাস্তব রূপ আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবনীতে প্রকটভাবে দেখতে পাই। পাঠকগণ যারা শ্রীঅরবিন্দের সেই ছোট্ট পুস্তিকা 'ভবানী মন্দির' পাঠ করেছেন তারা সবাই আমার সাথে একমত হবেন। স্বদেশপ্রেম কোন উচ্চতায় পৌঁছালে তা অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে তা এই ছোট্ট পুস্তিকা না পড়লে বোঝা যাবে না। এই পুস্তিকাটিতে তিনি একটি মন্দির নির্মাণের কথা বলেছেন, যে মন্দিরের দেবী হবেন দেশ জননী মাতৃরূপা ভবানী ভারতী। ভবানী হলেন মা ভারত মাতা; যিনি প্রেম, জ্ঞান, ত্যাগ ও দয়ার প্রতিমূর্তি। নিজের সমগ্র সত্তার মধ্যে দেশমাতা মাতৃরূপা দেবী দুর্গা মিলেমিশে একাকার নাহলে এ পুস্তিকা লেখা যায় না। শুধুমাত্র এই বোধ জন্মালেই কেউ দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বালক ক্ষুদিরামের মত নির্ভীক কণ্ঠে বলতে পারেন, 'আমি অক্ষয়,আমি অব্যয়, আমাকে মারে কার সাধ্য!' ইতিহাসের জঞ্জাল যে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় এবং অরবিন্দ সহ ৩৬ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বৎসরের অধিক কাল বন্দি দশা কাটানোর সময় অরবিন্দ মহাজাগতিক চৈতন্য প্রভায় প্রভাবিত হন। তিনি ধর্ম ও দর্শন নানা বিষয়ে লিখতে থাকেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রখর যুক্তিবাদী সওয়ালের ফলে অরবিন্দ সহ সতের জন বিপ্লবী মুক্তি লাভ করেন। বিপ্লবের তীর্থভূমি বাংলায় তার শেষ আশ্রয় উত্তরপাড়া। যেখান থেকে তিনি উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিকতা ও দেশপ্রেম সম্বলিত পুস্তিকা 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' স্বাধীনতা সাধকদের হাতে অর্পণ করে পন্ডিচেরি চলে যান এবং অখন্ড আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করেন। অরবিন্দ ঘোষ হয়ে ওঠেন মহাঋষি শ্রী অরবিন্দ। স্বামীজি বলছেন 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' — বীর্য প্রকাশ কর, সাম- দান- ভেদ- দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি ক'রে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য-স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় ক'রো না, অত্যাচার ক'রো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।' ... এই ২০২৪ সালে অগষ্টে এসে বাংলাদেশের যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম। তা বাস্তবিক রূপায়িত স্বামীজির শক্তিময়ী কথা ঠিক খুরের মতই ধারালো সর্বদা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রজ্বলিত।

২০২১-এর প্রেক্ষাপটে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

শুভাশিস বিশ্বাস

২০১১ বিধানসভা নির্বাচন	
তৃণমূল কংগ্রেস	৩৮.৯৩ শতাংশ
বিজেপি	০৪.০৬ শতাংশ
বামফ্রন্ট	৩০.০৮ শতাংশ
কংগ্রেস	০৯.০৯ শতাংশ

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন	
তৃণমূল কংগ্রেস	৪৪.৯১ শতাংশ
বিজেপি	১০.১৬ শতাংশ
বামফ্রন্ট	১৯.৭৫ শতাংশ
কংগ্রেস	১২.২৫ শতাংশ

২০২১ বিধানসভা নির্বাচন	
তৃণমূল কংগ্রেস	৪৭.৯৩ শতাংশ
বিজেপি	৩৮.১০ শতাংশ
বামফ্রন্ট	০৪.৭২ শতাংশ
কংগ্রেস	০২.৯৪ শতাংশ

২০২৪ লোকসভা নির্বাচন	
তৃণমূল কংগ্রেস	৪৫.৭৬ শতাংশ
বিজেপি	৩৮.৭৩ শতাংশ
বামফ্রন্ট	০৫.৬৭ শতাংশ
কংগ্রেস	০৪.৬৮ শতাংশ

২০২১-এ ভোটের রেজাল্ট যে এভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে যাবে তা ভাবিনি। ভেবেছিলাম যেভাবে খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি ওরা করেছে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও তাতে তাদের আসন সংখ্যা আরও বাড়বে। তবে নো ভোট টু বিজেপি প্রচারটা কিছুটা কাজ করেছে বলে মনে হচ্ছে, অন্তত শহুরে নাগরিকদের মধ্যে তো বটেই। আমার ধারণা এবারে নাগরিক ভোটের একটা বড় অংশই নেগেটিভ ভোট; অর্থাৎ তৃণমূল ভোট পেয়েছে তাদের প্রতি শহুরে নাগরিকদের প্রবল ভালোবাসার কারণে নয়, ভোটটা আসলে পড়েছে বিজেপির বিপক্ষে। কারণ বিজেপির আর কোনও বিকল্প দল আছে বলে মানুষ মনে করেননি।

এই বিকল্পের কথা এলেই অনিবার্যভাবে যাদের কথা মনে হয়, সেই বামপন্থীরা, বিশেষত সংসদীয় বামপন্থীদের বর্তমান অবস্থা আমাদের একটি পরম দুঃখের জায়গা। অনেকেরই মনে আছে, বিহার নির্বাচনে অনেকগুলি সিট পাওয়ার পর সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন-এর সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য একটা ইন্টারভিউতে খুব স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন, বিহারে আমরা মানুষের কাছে কিছুটা পৌঁছতে পেরেছি তার কারণ আমরা মানুষকে বোঝাতে পেরেছি যে এই মুহূর্তে প্রধান বিপদ বিজেপি। এই একটি বিপদকে আইসোলেট করে আমরা জোট বাঁধার চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবঙ্গেও আমাদের সেটাই করা উচিত। উনি জোট বাঁধার কথা পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় বামপন্থীদের বলেছিলেন। তার উত্তরে বিমান বসু বলেছিলেন, দীপঙ্করবাবু নাকি পরিস্থিতি বুঝতে পারেননি, পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতাটা বিহারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে সংসদীয় বামপন্থীদের ক্ষমতা নাকি এত বেশি যে তাঁরা একাই এ রাজ্যে একদিকে তৃণমূলের দুর্নীতি ও অপশাসন অন্যদিকে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতাকে আটকে দিতে পারবেন। তবে এই ভাবনা যে কতখানি ভুল ছিল তা প্রমাণ হয়ে যায় নির্বাচনী ফলে। তবে এটা ঠিক যে কতকগুলো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে, বিশেষত কটি মেয়ে, যেমন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, ঐশী ঘোষ, দীপ্সিতা ধরদের কথাবার্তা, রাজনৈতিক বোধ থেকে শুরু করে শরীরী ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে এঁরা সততার সঙ্গে রাজনীতি করছেন এবং মানুষের জন্য কাজ করবেন বলেই ময়দানে নেমেছেন। আর এখানেই যেন এক প্রশ্ন উঠে গেল যে, সংসদীয় বামপন্থী নেতৃত্ব কোনও প্রস্তুতি না নিয়ে এইসব বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কীসের মুখে ঠেলে দিলেন তা নিয়ে। এই উজ্জ্বল তেজি ছেলেমেয়েদের তাঁরা নামিয়ে দিলেন এমন এক পরিস্থিতিতে যেখানে একদিকে রয়েছে বিজেপির মতো একটি চরম সাম্প্রদায়িক শক্তি, অন্যদিকে তৃণমূলের নোংরামি, গুণ্ডামি, অসভ্যতা, অসাংস্কৃতিক আচরণ। তাঁদের বলা হল এই দুটোকেই তোমাদের ঠেকাতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা আদৌ সম্ভব ছিল কি না তা বাম নেতৃত্ব ভেবেও দেখেননি। এই ছেলেমেয়েদের জানপ্রাণ লড়িয়ে কাজ করতে দেখেছে বাংলার আমজনতা। কিন্তু এই ছেলেমেয়েগুলোর প্রতি তঁদের নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতাটা করা হল। কারণ তাঁদের নেতারা তাঁদের সামনে আর কোনও বিকল্প রাখেননি। বরং প্রচ্ছন্ন এক বার্তা ছিল, হয় ভোটে জেতো নতুবা পেরিশ।

বামপন্থী নেতৃত্বের ভুল যে শুধু এই একটা তা নয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন হয়ে এবার অর্থাৎ ২০২১-এর ভোটে; বামপন্থীদের ধারাবাহিক ভোটক্ষয়ের আরও একটা বড় কারণ তাঁরা নিজেদের ভোট বিজেপিকে হস্তান্তর করার এক ভয়ঙ্কর ও আত্মঘাতী স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, মার্ক্সবাদের দোহাই দিয়ে তাঁরা বলছেন, স্ট্র্যাটেজি আর ট্যাক্টিক্স, এগুলো তো মার্ক্সবাদের একটা প্রধান অঙ্গ; তাঁরা ট্যাক্টিক্স হিসেবে ওই পন্থা নিয়েছিলেন। সংসদীয় অর্থে তাঁদের প্রতিপক্ষ যেহেতু শাসক তৃণমূল, তাই তাঁরা বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাবেন। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তাঁরা যে গোপনে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর খুব ঢেঁড়া পিটিয়ে না বললেও এটা তো মুখে মুখে চলছিলও যে এবার বিজেপি আসুক, এর পরের নির্বাচনে বিজেপিকে সরিয়ে আবার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করা যাবে। আর এটা ছিল বামপন্থীদের জনবিচ্ছিন্নতার চরম পর্যায়।কোনও সংসদীয় বামপন্থী দলের চরম মূর্খামি।

এরপর করোনার বিষয়টা যখন এল, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা মাঠে নামলেন, সত্যি সত্যিই অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে গেলেন, কিন্তু এটা তাঁরা ক্যাশ-ইন করতে পারলেন না। এই করোনার সময় বামপন্থীরা খানিকটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নানা জায়গায় শ্রমজীবী বা সাধারণ মানুষের জন্য ক্যান্টিন চালানো হচ্ছে।

রেড ভলান্টিয়ার্স নামে বামপন্থায় বিশ্বাসী ছেলেমেয়েরা করোনা আক্রান্ত রোগীদের নানা জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে, বিপদের দিনে মানুষের পাশে থাকছে। তাদের এই প্রচেষ্টা একটা অত্যন্ত পজিটিভ বিষয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে শুধুমাত্র ভোটকালীন রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। আর সেটাই হল। ফলে এক প্রচণ্ড হতাশা গ্রাস করে ছেলেমেয়েগুলোকে। স্পষ্ট হয়, সংসদীয় বামপন্থার রাজনীতি করে কিছু হয় না। সঙ্গে এ প্রশ্নও ওঠে, তাহলে সংসদীয় কোন রাজনীতি করে কিছু হয় তা নিয়ে। এর পাশাপাশি বাংলার শাসকদল তৃণমূল আসলে যে আদর্শহীনতার রাজনীতি করে তা একটা মূল্য পেয়ে গেল। অর্থাৎ এই আদর্শহীনতার, এই সংস্কৃতিহীনতার রাজনীতিই তাহলে ভোটের বাজারে একমাত্র কার্যকর পন্থা।

তৃণমূল যে এত 'জয় বাংলা', 'জয় বাংলা' করে, কিন্তু বাঙালির শিক্ষা ও সংস্কৃতির এত বড় সর্বনাশ তৃণমূল ছাড়া আর কেউ করেছে? তাহলে সংসদীয় বামপন্থী দলের যে নবীন প্রজন্ম উঠে আসছিল কিছুটা আদর্শবোধ নিয়ে, জোর নিয়ে, তারা দেখল যে ক্ষমতায় থাকতে হলে ওই আদর্শহীনতার রাজনীতি, ওই সংস্কৃতিহীনতার রাজনীতি করাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে তাদের একটা অংশ এরপর তৃণমূলে যাবে, আরেকটা অংশ বিজেপিতে যাবে। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির যে মতাদর্শ, যে মতাদর্শ নিয়ে তারা মরতে মরতেও লাল সেলাম বলতে পারে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে পারে, অন্তত পশ্চিমবাংলায় সেই মতাদর্শ এখন বিলুপ্তির পথে। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। শহুরে মানুষ যে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, তারা কি তার মধ্যে পজিটিভ কিছু খুঁজে পেয়েছেন? এই যে মেয়েদের সাইকেল দেওয়া হয়েছে, নানা রকম 'শ্রী' চালু করা হয়েছে তার ফলে গ্রামের মানুষ কিছু টাকাপয়সা পেয়েছেন। কিছু উপকার হয়েছে। যেমন অনেকেরই কোনও ধারণাই নেই যে শহর থেকে অনেক দূরে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে একটা সাইকেলের মূল্য এখনও কতখানি! সেখানে কারও ঘরে একটা সাইকেল যদি কেউ এনে দেয় তাহলে সে হাতে চাঁদ পায়। এমনটা হতে পারে।

ওই একটা সাইকেল দেওয়া, অথবা কাউকে দুশো-পাঁচশো টাকার কোনও গ্রান্ট পাইয়ে দেওয়া; হয়তো এই প্রাপ্তিটুকুর ফলেই তারা কৃতার্থ হয়ে তৃণমূলকে সমর্থন করেছেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে তা তো আরও মারাত্মক। এই অর্জনে কোনও শ্রেণিবোধ কাজ করছে না। গ্রামের সেই ভদ্রলোক যে শ্রেণিতে অবস্থান করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শ্রেণিরই একজন প্রতিনিধি, এই ভেবে কিন্তু সে তার ভোটটি দিচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে যা চালু করে দিয়েছেন, তাকে খারাপ ভাষায় 'ভিক্ষের রাজনীতি'-ও বলা যায়। আর এই ভিক্ষে বা ডোলের রাজনীতি-ই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেই পারেন, আমি ওদের ভিক্ষে দিয়েছি, ওরা আমাকে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ একদিকে ভিক্ষে দিলে ভোট পাওয়া যায়। এই লেনদেনের রাজনীতি, অন্যদিকে একটা সামগ্রিক ফ্যাসিস্ট বাতাবরণ, এবং সংসদীয় বামপন্থার যে সামান্য স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিল, একটু আশার আলো, তার অকালে নির্বাপিত হওয়া। আর বামেরা হয়তো নিশ্চিন্তে রয়েছেন বিজেপিকে ঠেকিয়ে, কারণ তাঁদের ধারনা বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিবেশটা আরও শতগুণে খারাপ হত। সেই অর্থে একটি নিঃশ্বাস নেওয়ার অবকাশ হয়তো মিলেছে। তবে এই অবকাশ আর বেশিদিন পাব বলে মনে হয় না। যাঁরা ক্ষমতায় আছেন, তাঁরাই সেই নিঃশ্বাসের অক্সিজেনটা ক্রমশ বন্ধ করবেন। ফলে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা সামগ্রিকভাবে খুব একটা ভালো জায়গায় পৌঁছলাম না বলেই মনে হয়।